কিশোরগঞ্জে

কেয়ামের বাহাছ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক সংশোধিত

মোহাম্মদপুর, পোঃ কল্যান্দী, জেলা-নোয়াখালী নিবাসী
মাওলানা ফয়জুর রহমান ছাহেব

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও

আল্লামা হুজুরের সুযোগ্য পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ সন ১৪২০)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

কিশোরগঞ্জে
কেয়ামের বাহাছ

সন ১৩৪৫ সালের ৮ই আষাঢ় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা টাউনে এক বাহাছ সভার অধিবেশন হয়। এই বাহাছ সভার জন্য পূর্বেই মহকুমার হাকিম সাহেবের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেয়াম অমান্যকারি দল ঐ দলভুক্ত মাওলানা আতহার সাহেবকে শালিস মান্য করার জন্য উক্ত মাননীয় হাকিম সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কেয়াম জায়েজকারি দল ইহা জানিতে পারিয়া হাকিম বাহাদুরের নিকট জানান যে, উক্ত মাওলানা ছাহেব কিম্বা হয়বত নগরের মাদ্রাসার দল সবই কেয়াম অমান্যকারি দলভুক্ত, কাজেই আমরা তাঁহাদিগকে শালিস মান্য করিতে পারিব না। শেষ মীমাংসা এই হয় যে, পুলিশ ইনস্পেক্টর সাহেব সভার শান্তি রক্ষা করিবেন, প্রত্যেক শ্রোতার বিবেক শালিস হইবে। মিলাদের কেয়াম নাজায়েজ কারিদের পক্ষে ত্রিপুরার মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব (ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার হেড মোদার্রেছ), মাওলানা মোছলেহউদ্দিন সাহেব (হায়বত নগর মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট) ময়মনসিংহ জেলার ঠুটিয়ার-চরের মৌলবী আবদুছ ছামাদ ছাহেব, মৌলবী সৈয়দ হামিদোল-হক ওরফে তাহের মিঞা (হয়বত

নগরের জমিদার) কালিয়ার কান্দার মৌলবী মহিউদ্দিন, কালিয়ারকান্দার মৌলবী আবদুল হক, তারাপাশার মৌলবী আবদুল করিম, তারাকান্দীয়া পাকুন্দিয়ার মাওলানা আবদুল হালিম, জালিয়ার মৌলবী আব্দুল করিম, মাতিয়ার মৌলবী আবদুল হাকিম, কালিয়া-কান্দার-মৌলবী আবদুল মজিদ ও শেঁওয়ার মৌলবী আবদুল হাফেজ সাহেবান উপস্থিত ছিলেন।

কেয়াম জায়েজ কারিদিগের পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাটের আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব ৪ মন কেতাবসহ ৭ই আষাঢ় বেলা ২টার সময় কিশোরগঞ্জে উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে খোরাছানের মাওলানা গোল-মোহাম্মদ ছাহেব, যশোহরের মাওলানা মোফাজ্জল হোছেন ছাহেব ছিলেন, আমিও এই পুস্তকের প্রথম সংগ্রহক মাওলানা ফয়জুর রহমান তাঁহার সহকারী ছিলাম।

স্থানীয় আলেম ও গণ্যমান্য লোকদিগের মধ্যে কান্দাইলের মাওলানা আবদুল হাই খাঁ ছাহেব, কাটাবাড়িয়ার শাহ মৌলবী ওমার ছিদ্দিক, চান্দের হাশীর মৌলবী মোহাম্মদ আলী, হাজীপুরের মাওলানা আবদুল আহাদ, নিকলীর মৌলবী আবদুল বারী, করি-আইলের মৌলবী আবদুল করিম, চান্দের হাশীর মৌলবী আবদুল বারী মহিশ বেড়ের মৌলবী মোহাম্মদ আলি, চাঁদপুরের মৌলবী আবদুর রাজ্জাক এবং মৌলবী নজিরদ্দিন খাঁ, দরবার পুরের মৌলবী ওয়াএজদ্দিন, গোজারদিয়ার মৌলবী জহিরদ্দিন, উলুখোলার মৌলবী শাকেরদ্দিন, সিন্দুরিপের মৌলবী শফিউদ্দিন, মহিষাখালীর মৌলবী আবদুল অহাব, কিশোরগঞ্জের হেকিম মৌলবী আবদুল হাই এবং মোক্তার জিল্লুর রহমান, এছরাইল সরকার হয়বত নগরের আহমদ হাফেজ, লতিফাবাদের মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ, গাগলাইলের আবদুল হাফিজ ভুইয়া ও হেদাএতুল্লাহ সরকার, বলাইপুরের কারামত আলি মিয়া, মাথিয়ার আলি নওয়াজ প্রধানী, চান্দের হাশীর মোহাম্মদ মনুল্লাহ, মনুয়ারপুরের রইছদ্দিন মিয়া, চতুরকান্দীর আব্দুল্লাহ মিয়া, খলাপাড়ার মৌলবী আবদুল লতিফ ও মৌলবী আবদুল আজিজ, ভবিরচরের রওশন সরকার, করুনশীল মৌলবী এছরাইল, দীঘির পাড় পাঁচবাগের মৌলবী

নেজামদ্দিন, গাগলাইলের আবদুল লতিফ ভুঁইয়া ও ফাজেলদ্দিন ভুঁইয়া, মোনাকর্শার এছরাইল প্রধানী ও সুলতান প্রধানী ও মাথিয়ার মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রভৃতি গণ্যমান্য বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কেয়াম নাজায়েজ কারিদিগের পক্ষ হইতে মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব ও কেয়াম জায়েজ কারিদের পক্ষ হইতে আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন।

প্রথমে আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলেন যে, বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, কোন কোন আলেম সাহেবান মৌলুদ শরীফের মজলিসে কেয়াম করা মোস্তাহাব ছওয়াব। আর কোন কোন আলেম সাহেবান বলেন, কেয়াম করা হারাম ও নৌকা দৌড় হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) গুণ পাপ।

কেয়াম নাজায়েজ কারিগণ শেযোক্ত কথা বলিয়াছেন কিনা? তাহারা বলিলেন, আমরা এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

তৎপরে আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব মাওলানা তাজোল ইছলাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেয়ামকে হারাম বলেন কিনা? তিনি বলিলেন, প্রথমে কেয়াম কি তাহা আমি জানি না। তখন আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, তবে আপনি কি জন্য বাহাছ করিতে আসিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, যদি কেহ কেয়ামের সময় হজরত নবি (ছাঃ) এর রুহ উপস্থিত হওয়ার ধারণায় কেয়াম করে তবে শেরেক ও কোফর হইবে। আর ইহার ধারণা না থাকিলে, বেদয়াত হইবে। আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার-ওয়াজেব, হারাম, মকরুহ, মোস্তাহাব ও মোবাহ, ইহা কোন প্রকার বেদয়াত? মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব বলিলেন, উহা বেদয়াতে ছাইয়েয়া। আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইলে, হারাম হইবে, না মকরুহ তহরিমি হইবে? মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেব ইহার কোন উত্তর দিলেন না।

তখন আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনি যে কেয়ামকে শেরক, কোফর কিম্বা বেদয়াতে-ছাইয়েয়া বলিতেছেন, এই দাবির দলীল পেশ করুন। মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব ইহার দলীল পেশ করিতে

রাজি হইলেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মোস্তাহাব বলিতেছেন, ইহার প্রমাণ পেশ করুন। হয়বত নগরের মৌলবী তাহের ছাহেব বলিলেন, আপনি মোস্তাহাব হওয়ার দলীল পেশ করিবেন। ইহাতে আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনি পক্ষপাত মূলক কথা কেন বলিতেছেন? ইন্‌স্পেক্টর ছাহেব বলিলেন, আপনি কোন কথা বলিবেন না।

দুনিয়ার সমস্ত লোক কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, আর এখন একদল উহা শেরক, কোফর বেদয়াতে ছাইয়েয়া বলিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতেছেন, কাজেই তাহাদিগকেই প্রথমেই নিজেদের দাবির দলীল পেশ করা ন্যায় সঙ্গত, কিন্তু মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেব এই সঙ্গত কার্য্যে নারাজ হইয়া সত্যের অবমাননা করিলেন। প্রত্যেক পক্ষকে ২০ মিনিট করিয়া বক্তৃতার সময় দেওয়া হইল।

আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব কেতাবরাশি সম্মুখের টেবিলের উপর সাজাইয়া মাওলানা মোফাজ্জেল হোছেন ছাহেবকে যখন যে কেতাবের দরকার হয় তাহা বাছিয়া দিতে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে তিনি অনুমান ১০ হাজার লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমারা হানাফী মজহাবাবলম্বী আমাদের ছুন্নত অল-জামায়াতের মতে শরিয়তের চারিটি দলীল-কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ। শরিয়তের মছলা প্রথমে কোরআন হইতে বাহির করিতে হয়, কোরআন শরিফে না থাকিলে, হাদিস হইতে বাহির করিতে হয়। হাদিছ শরিফে না থাকিলে, মোজতাহেদগণের এজমা হইতে বাহির করিতে হয়। এজমার অর্থ কোন জামানাতে মোজতাহেদগণের কোন হুকুমকে একমতে স্বীকার করা। এই মোজতাহেদগণ মোজতাহেদ মোস্তাকেল হইতে পারেন, মোজতাহেদ মোন্তাছেব হইতে পারেন, মোজতাহেদ ফিল মাজাহেব হইতে পারেন, মোজতাহেদ ফিল মাছায়েল হইতে পারেন, কোন প্রকার এজতেহাদের শক্তি থাকিলে, তাহাদের দ্বারা এজমা হইবে।

আর এজমা তিন প্রকার, সমস্ত মোজতাহেদের উক্ত হুকুম প্রচার করা, কিম্বা উক্ত হুকুমের প্রতি আমল করা, কিম্বা কতক মোজতাহেদ উহা বলেন, কিম্বা করেন, অবশিষ্ট মোজতাহেদগণ উহার প্রতিবাদ না করিয়া

মৌনবলম্বন করিয়া থাকেন, প্রথমটিকে এজমায়-কওলী, দ্বিতীয়টিকে এজমায়-ফেয়েলী ও তৃতীয়টিকে এজমায়ে-ছোকুতি বলা হয়। প্রথম দুইটি এজমার উপর কোন আলেমের মতভেদ নাই, কেবল তৃতীয় প্রকার এজমা শাফেয়িদিগের পক্ষে দলীল নহে, কিন্তু হানাফিদিগের পক্ষে দলীল হইবে।

১নং হাশিয়া, তওজিহ, ২৮৩ পৃষ্ঠা—

و هو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم في عصر على حكم شرعى ☆

(হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের মোজতাহেদগণের কোন সময়ে কোন এক শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

এনছাফ, ৬৬ পৃষ্ঠা,—

وان المطلق نوعان مستقل وقد فقد من رأس الاربع مائة فلم يمكن وجوده و منتسب و هو باق الى ان ياتى اشراط الساعة الكبرى و لايجوز انقطاعه شرعا لانه فرض كفاية ☆

"মোজতাহেদ মোতলাক দুই প্রকার—প্রথম মোস্তাকেল, চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহা দুর্লভ হইয়া গিয়াছে, এইহেতু উহা পাওয়া সম্ভব নহে, দ্বিতীয় মোজতাহেদ মোন্তাছেব, ইহা কেয়ামতের বড় বড় চিহ্নগুলি আসা পর্য্যন্ত বাকি থাকিবে, শরিয়ত অনুযায়ী এইরূপ মোজতাহেদের দুষ্প্রাপ্ত হওয়া জায়েজ নহে, কেননা উহা ফরজে কেফায়া।"

ছহিহ বোখারির টিকা আয়নি, ১৩।৪৮২ পৃষ্ঠা,—

فيه امتناع خلو العصر عن المجتهدين ☆

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কোন জামানা মোজাতাহেদগণ হইতে খালি থাকা অসম্ভব।" ১নং হাশিয়া শেষ।

কোরআন শরিফে আছে, —

حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ☆

"তোমাদের উপর তোমাদের মাতা ও কন্যা হারাম করা হইয়াছে।"

দাদী ও নানী ও নাৎনীর ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে কোরআন ও হাদিছে নাই, এমামগণ কেয়াছ করিয়া দাদী, নানী ও নাৎনী হারাম বলিয়াছেন, সমস্ত এমাম এই মতটিকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এইহেতু ইহাকে এজমায়ি মছলা বলা হয়।

এইরূপ চারি মজহাবের মধ্যে কোন এক মজহাবের পয়রবি করা বর্ত্তমান যুগের লোকের পক্ষে ওয়াজেব, এইরূপ বাঁধাবাঁধি ভাবে মজহাবের পয়রবি করা নবি (ছাঃ) ও ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িদিগের জামানাতে ছিল না, ইহা চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্বানগণের এজমা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এমাম এছফেরাইনি বলিয়াছেন, এজমায়ি মছলাগুলির পরিমাণ ৫০ সহস্রের অধিক হইবে। এজমা শরিয়তের অকাট্য দলীল।

---

(২) হাশিয়া, —নূরোল-আনোয়ার, ২১৭ পৃষ্ঠা, —

ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق اى اتفاق الكل على الحكم بان يقولوا اجمعنا على هذا ان كان ذلك الشئ من باب القول او شروعهم فى الفعل ان كان من بابه كما اذا شرع اهل الاجتهاد جميعا فى المضاربة او المزارعة او الشركة كان ذلك اجماعا ورخصة هو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض و سكت الباقون ولا يردون عليهم بعد مضى مدة التامل و هو ثلثة ايام او مجلس العلم ☆

আর যে মছলাগুলি কোরআন, হাদিছ ও এজমা কর্ত্তৃক সপ্রমাণ না হয়, তৎসমস্ত এমামগণের কেয়াছ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

কোরআন শরিফে আছে,— لا تأكلوا الربا ☆

" তোমরা সুদ খাইও না।"

হাদিছে আছে,—

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد اربى الآخذ و المعطى فيه سواء رواه مسلم ☆

শরহে-মোছাল্লামে, ৫২১ পৃষ্ঠা ঃ-

لو اتفقوا على فعل بان عمل الكل فعلا و لا قول هناك فالمختار انه كفعل الرّسول صلى الله عليه و اله واصحابه و سلم لان العصمة ثابتة لهم ☆

"সমস্ত এমাম মোজতাহেদ যে কার্য্য করেন, আর এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কওল না থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা নবি (ছাঃ) এর কার্য্যের তুল্য (দলীল) হইবে, কেননা তাঁহারা অভ্রান্ত।

হাসিয়া শেষ।

হজরত (ছাঃ) এ স্থলে স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোর্ম্মা ও লবণ ৬টি বস্তুর সুদ হারাম করিয়াছেন।

ধান্য, পাট, কলাই তাম্র ইত্যাদির সুদ সম্বন্ধে হজরত (ছাঃ) কিছুই বলেন নাই। এমামগণ নজির ধরিয়া কেয়াছ করিয়া তৎসমুদয়ের সুদ হারাম বলিয়াছেন।

শরিয়তে হস্তী হারাম হইয়াছে ও মহিষ হালাল হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডার সম্বন্ধে কোন কথা নাই, যদি উহাকে হস্তীর নজীর ধরা হয়, তবে হারাম হইবে। আর মহিষের নজীর বলিয়া ধরিলে, হালাল হইবে।

শরিয়তে জাহাজ ও নৌকাতে ফরজ নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে ও উটের উপর ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নহে। ট্রেনের ব্যবস্থা শরিয়তে নাই। যদি উহাকে জাহাজ ও নৌকার নজীর বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে উহাতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। আর উটের নজীর বলিয়া ধরিলে, উহাতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

৩নং হাশিয়া,—

শরহে-মোছাল্লাম, ৪৯৪ পৃষ্ঠা,—

قال الاسفرائينى نحن نعلم ان مسائل الاجماع كثير

من عشرين الف مسئلة ☆

এছফেরাইনি বলিয়াছেন, আমরা জানি, নিশ্চয় এজমায়ী মছলাগুলির সংখ্যা ২০ সহস্রের অধিক হইবে।

তফছির-আহমদী, ৩১৭ পৃষ্ঠা,-

والآية تدل على حرمة مخالفة الاجماع ☆

তফছির বয়জবি, ২।১১৬ পৃষ্ঠা,—

والآية تدل على حرمة مخالفة الاجماع ☆

উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম হাশিয়া শেষ।

এই কেয়াছি, মছলার পরিমাণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম নাবাবী "তহজিবোল-আছমা অল্লোগাত" কেতাবের (১।১৮৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—

الذى ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لايعدون من علماء الامة و حملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة و تواترا و لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد و لا نفى النصوص بعشر معشارها ـ وهؤلاء ملتحقون بالعوام ☆

"বিচক্ষণ বিদ্বানগণের মত এই যে, নিশ্চয় কেয়াছ অমান্য কারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না, কেননা, যাহা অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার উপর অসত্যারোপ করিয়াছে, আর শরিয়তের অধিক পরিমাণ এজতেহাদ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে এবং স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ শরিয়তের একদশ মাংশের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

এইরূপ এজমায়ি ও কেয়াছি মছলাগুলি যে কোন জামানাতে সংঘটিত হইতে পারে, সব মছলাগুলি যে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িদিগের জামানাতে সংঘটিত হইবে, এমন কথা নহে।

রদ্দোল মোহতার, ১।৩৬১ পৃষ্ঠা,—

التسليم بعد الاذان ـ حدث فى ربيع الآخر سنة سبعمائة و احدى و ثمانين فى عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد

عشر سنين فى الكل الا المغرب ثم فيها مرتين و هو بدعة حسنة ☆

"আজানের পরে ছালাম বলা। ৭৮১ হিজরীতে রবিয়োল আখের মাসে সোবারের রাত্রে এশার নামাজে, তৎপরে জুময়ার দিবসে, তৎপরে মগরেব ব্যতীত প্রত্যেক নামাজে দশ বৎসর পরে তৎপরে মগরেবে দুইবার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বেদয়াতে-হাছানা।

এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, একটি মছলা ৭৮১ হিজরীতে সৃষ্টি হইলেও উহা বেদয়াতে-হাছানা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, কাজেই কোন কার্য্য ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন জামানাতে না হইলেই যে উহা হারাম ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হইবে, এইরূপ দাবি করা বাতীল।

এই দলের নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেবের পীর মোর্শেদ মাওলানা হাজী শাহ এমদাদুল্লাহ ছাহেব জিয়াওল কুলুব কেতাবে কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এক জরবি, দুই জরবি, তিন জরবি চারি জরবি, নফি ও এছবাতের নিয়মাদি লিখিয়াছেন, এই সমস্ত নিয়ম ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন জামানাতে বিধিবদ্ধ হয় নাই, বহুকাল পরে এই নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে, যদি নেক তিন জামানাতে কোন কার্য্য না হইলে উহা হারাম ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হয়, তবে মাওলানা তাজোল ইছলামের নিকট এ সমস্তের দলীল চাওয়ার অধিকার আমার থাকিল।

এই কেতাবখানার নাম মোকাদ্দমায়-এবনে ছালাহ, ইহাতে হাদিছ ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোত্তাছেল, মোনকাতা, মো'জাল, মোয়াল্লাল, মোয়ানয়ান, মোদরাজ, মোছনাদ, শাজ্জ, মোদ্দালাছ, মোজতারাব, মওজু, মকলুব, মশহুর, গরীব, আজিজ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার হাদিছে ব্যাখ্যা লিখিত আছে, এই সমস্ত অনুযায়ী সকলেই আমল করিয়া

থাকেন, এই সমস্ত নিয়ম কানুন ত্যাগ করিলে, হাদিছের উপর আমল করা অসম্ভব হয়, এই নিয়ম কানুনগুলি প্রথম তিন জামানাতে আবিষ্কার হয় নাই, চতুর্থ হইতে পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিয়ম কানুন গুলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যদি এই মাওলানা ছাহেব বলেন, ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি এই তিন জামানাতে কোন কার্য্য না হইলে, উহা হারাম কিম্বা বেদায়াতে ছহিয়েয়া হইবে, তবে তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির দলীল পেশ করিতে বাধ্য।

মাওলানা আশরাফ আলী থানাভী ছাহেব ফাতাওয়ায়-এমদাদীয়ার ১।৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

☆ اختلاف مؤخر اجماع مقدم میں قادح نہیں ☆

পূর্ব্বকালে যে এজমা হইয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী জামানাতে মতভেদ হইলে, সেই এজমার ক্ষতিকর হইতে পারে না। তাঁহার ২০ মিনিট সময় শেষ হওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাওলানা ছাহেব যে বক্তৃতা দিলেন, উহাতে আমাদের মতানৈক্য নাই, প্রতিবাদ করার কিছুই নাই, তবে তিনি এই বক্তৃতাতে কেয়ামের দলীল কিছু প্রকাশ করেন নাই। মূল মিলাদ শরিফে কাহারও মতভেদ নাই, কেবল কেয়াম লইয়া মতভেদ হইয়াছে।

আমি এখন বলি, মাওলানা ছাহেব সসম্মানে যে মাওলানা রসিদ আহ্‌মদ গাঙ্গুলি ছাহেবের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার ফাতওয়ায় দেখুন বারাহিনে-কাতেয়াতে তাঁহার যে ফৎওয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শুনু,—

"মিলাদ শরিফ আলোচনা কালে কেয়াম করা। (দণ্ডায়মান হওয়া) প্রথম তিন জামানাতে কোন স্থানে সপ্রমাণ হয় নাই। জনাব ফখরে -আলম (ছাঃ) এর স্বভাব চরিত্র রীতি-নীতি ও অবস্থাগুলির আলোচনা সেই জামানাগুলিতে ওয়াজ শিক্ষা দেওয়া, হাদিছ বর্ণনা উপলক্ষে বহু সহস্রবার হইত, কিন্তু কোন রেওয়াএতে সপ্রমাণ হয় নাই যে, তাঁহার পয়দাএশের

আলোচনা কালে কেহ কখন দাঁড়াইয়াছে কিম্বা ফখ্‌রে-আলম (ছাঃ) কোন স্থলে উহা মোস্তাহাব ও আদব হওয়ার কথা এরশাদ ফরমাইয়াছেন। আর এই কথা যে, জনাব নবি (ছাঃ) এর জন্য কেহ দাঁড়াইয়াছে ইহা আলোচনা বহির্ভূত, এই কেয়ামকে সেই কেয়ামের উপর কেয়াছ করা নিত্যান্ত অজ্ঞতা। আলোচ্য বিষয় এই যে, যেরূপ এই জামানার নির্ব্বোধ লোকদিগের রীতি হইয়াছে, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম সপ্রমাণ হয়, ইহা কখন হইতে পারে না। প্রথম উহা যে হজরতের জামানাতে সপ্রমাণ হয় নাই, ইহা উহার বেদলীল বেদয়াত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলীল। আর যখন ইহার উপর এত বাড়াবাড়ি যে আম জাহেল লোকেরা উহাকে ওয়াজেব জানিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কেয়াম ত্যাগকারীর উপর তিরস্কার করিতে থাকে, তখন উহা খাঁনাখাঁ মোনকার (মন্দ) ও বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইবে। একেত উহা নূতন কার্য্য (বেদয়াত) যদি সাধারণ লোকেরা কোন প্রমাণিত জায়েজ কার্য্যকে ওয়াজেব বুঝিতে থাকে, তবে তাহাও নাজায়েজ মন্দ কার্য্য হইয়া যায়। আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) এর উক্তি—"তোমাদের কেহ যেন নিজের নামাজে শয়তানের জন্য কোন অংশ স্থাপন না করে, ধারণা করে যে, তাহার উপর ওয়াজেব হইয়াছে যে, (নামাজ ফারাগত করিয়া) নিজের ডাহিন দিক্ ব্যতীত অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া না যায়। নিশ্চয়ই আমি অনেক সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে দেখিয়াছি যে, তিনি নিজের বাম দিক্ হইতে উঠিয়া যাইতেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

আলিকারী মেশকাতের টীকাতে এই হাদিছের ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মোস্তাহাব কার্য্যের উপর হটকারিতী প্রকাশ করে এবং উহা ওয়াজেব স্থির করে এবং রোখছতের উপর আমল না করে, নিশ্চয় শয়তান তাহাকে গোমরাহ করিতে সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজের বেদয়াত ও মন্দ কার্য্যের উপর হটকারিতা প্রকাশ করে, তাহার কি অবস্থা হইবে?

ফাতাওয়ায়-আলমগিরিতে আছে, নামাজের পরে যে ছেজ্দা করা হয়, উহা মকরুহ, কেননা নির্ব্বোধেরা উহা ছুন্নত ও ওয়াজেব ধারণা করিয়া থাকে। আর যে মোবাহ্ কার্য্য এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করে, উহা মকরুহ হইয়া যায়। যখন প্রথম ইহা সাব্যস্ত হইল যে, এই কেয়ামের প্রমাণ কওলী, ফেয়েলী ও তকরিরী হাদিছ ও ছুন্নতে ছাহাবা হইতে সাব্যস্ত হইতে পারে না, তখন এই কার্য্য বেদয়াত (নূতন সৃজিত) দ্বিতীয় ধরিয়া লই যে, উহা কিছু হইবে, তবে ওয়াজেব, ছুন্নত মোস্তাহাব কিছু হইতেই পারে না কেননা ☆ قطعی الثبوت ظنی الدلالۃ আয়তে-কোরআন ও হাদিছ হইতে ওয়াজেব সাব্যস্ত হইয়া থাকে, আর কেয়াম সম্বন্ধে এইরূপ কোন আয়ত ও হাদিছ ছহিহ, জইফ কিছুই নাই। ছুন্নত উক্ত হুকুমকে বলা হয় যে, যাহা নবি (ছাঃ) ও খোলাফায় রাশেদিন সর্ব্বদা করিয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ হয়। আর কেয়াম সম্বন্ধে যখন কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই এবং ইহা একবার করাও সপ্রমাণ হয় নাই, তখন ছুন্নত, মোস্তাহাব "মন্দুব" কিছুই হইতে পারে না।

আর যদি বেদয়াতিদিগের এইরূপ বাতীল ধারণা হয় যে, নবি (ছঃ) এর রুহ এইরূপ গোনাহ, বেদয়াত ও গর-মশরু ফাছাদ ও ফাছেকদিগের মজলিশে তশরিফ আনেন, ইহাতে যদি তাহাদের ধারণা হয় যে, হজরত গায়েব জানিয়া থাকেন, তবে এই আকিদা শেরক, কোরআনের দুইটি আয়তে হজরতের গায়েব নাজানা প্রমাণিত হইয়াছে। এই আকিদার সহিত কেয়াম করা শেরেক।

আর এইরূপ আকিদা না হইলে, কেয়াম করা গোনাহ কবিরা হইবে।

মাওলানা রশিদ আহ্মদ গাঙ্গুহি সাহেব ফাতাওয়ায় রশিদিয়ার ১ম খণ্ডের ১৪৪।১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

কাজি শেহাবদ্দিন দওলতাবাদী 'তোহফাতোন-কোজাত' কেতাবে লিখিয়াছেন।

"নির্ব্বোধেরা প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে রবিয়োল-আউয়াল চাঁদে যাহা করিয়া থাকে, ইহা কিছুই নহে ليس بشئ আর তাহারা নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া থাকেন এবং ধারণা করিয়া থাকেন যে, তাঁহার রুহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই ধারণা বাতীল, বরং এইরূপ আকিদা শেরক।

ছিরাতে শামী লেখক বলিয়াছেন, অনেক প্রেমিক লোকের অভ্যাস হইয়াছে যে, যখন তাঁহারা হজরতের পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন, এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন আছল নাই।

এইরূপ মাওলানা ফাজলুল্লাহ জৌনপুরী 'বাহ্জাতোল-ওশ্যাক' কেতাবে ও কাজী নছিরদ্দিন গুজরাতি 'তরিকাতোছ ছলফ' কেতাবে কেয়ামের অসারতার কথা লিখিয়াছেন।"

তৎপরে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে আল্লামা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, এই কেতাব খানার নাম ছিরাতে হালাবী, ইহার ১ম খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

جرت عادة كثيرة من الناس اذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه و سلم ان يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لا اصل لها اى لكن هى بدعة حسنة

৪নং হাশিয়া, মাওলানা আশরাফ আলী থানাভী ছাহেব 'ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া'র চর্থ খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করা কালে কেয়াম করিয়া থাকে, কতকের আ'কিদা এই যে, জনাব রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এই সময় তশরিফ আনিয়া থাকেন, যদি এলম ও কোদরাতে জাতির আকিদা রাখে, তবে একেবারে শেরক নচেৎ আল্লাহ ও রছুলের উপর অসত্যারোপ করা হইবে। ৪নং হাশিয়া শেষ।

لا نه ليس كل بدعة بدعة مذمومة وقال سيّدنا عمر رضى
اللّٰه عنه فى اجتماع الناس لصلاة التراويح نعمت البدعة وقد
قال العز ابن عبد السلام ان البدعة تعتريها الاحكام الخمسة
و لاينا فى ذلک قوله صلى اللّٰه عليه وسلم اياكم ومحدثات
الامور فان كل بدعة ضلالة و قوله صلى اللّٰه عليه و سلم من
احدث فى امرنا اى شرعنا ما ليس منه فهو رد لان هذا عام
اريد به خاص فقد قال امامنا الشافعى قُدّس اللّٰه سره ما
احدث و خالف كتابا او سنة اواجماعا او اثرا فهو البدعة
الضلالة و ما احدث من الخير و لم يخالف شيأ من ذلک
فهو البدعة المحمودة و قد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى
اللّٰه عليه و سلم من عالم الامة و مقتدى الائمة دينا و ورعا
الامام تقى الدين السبكى و تابعه على
ذلک مشائخ الاسلام فى عصره فقد حكى بعضهم ان الامام
السبكى اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد
منشد قول الصرصرى فى مدحه صلى اللّٰه عليه وسلم

قليل لمدح المصطفىٰ الخطّ بالذّهب

على ورق من خط احسن من كتب

و ان تنهض الاشراف عند سماعه

قياما صفوفا اوجثيا على الركب

فعند ذلك قام الامام السبكى رحمه الله وجميع من فى المجلس فحصل انس كبير بذلك المجلس و يكفى مثل ذلك فى الاقتداء وقد قال ابن حجر الهيثميؒ والحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك الى بدعة حسنة ☆

অনেক লোকের রীতি হইয়াছে যে, যে সময় তাহারা নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাহারা তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন। এই কেয়াম বেদয়াত (নূতন সৃজিত), উহার কোন মূল নাই (প্রথম তিন জামানাতে উহার দৃষ্টান্ত বা অস্তিত্ব নাই) কিন্তু উহা বেদয়াতে হাছানা (উৎকৃষ্ট বেদয়াত) কেননা প্রত্যেক বেদয়াত নিন্দিত নহে। নিশ্চয় আমাদের সৈয়দ ওমার (রাঃ) তারাবিহ নামাজের জন্য সমবেত হওয়া সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় বেদয়াতের ৫ প্রকার হুকুম হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত হাদিছ দুইটি উক্ত কথার বিপরীত হইবে না, (১) হাদিছ—তোমরা নূতন কার্য্যগুলিতে বিরত থাক, কেননা, প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহী। (২) হাদিছ—যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এইরূপ নূতন

কার্য্যের সৃষ্টি করিল যাহা উহার অন্তর্গত নহে, উহা তাহার উপর রদ করা হইবে। কেননা এই হাদিছটি ব্যাপক হইলেও উহার বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইয়াছে। নিশ্চয় আমাদের এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, যাহা নুতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা কোরআন, হাদিছ, এজমা ও ছাহাবাগণের রীতির বিপরীত হয়, উহা গোমরাহি মূলক বেদয়াত। আর যে উৎকৃষ্ট কার্য্য নূতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীত না হয়, উহা প্রশংসনীয় বেদয়াত। নবি (ছাঃ) এর নাম আলোচনা কালে একজন উম্মতের আলেম, দ্বীন ও পরহেজগারিতে এমামগণের অগ্রণী—এমাম তকিউদ্দিন ছুবকি হইতে কেয়াম সৃষ্টি হইয়া ছিল, তাঁহার জামানাতে ইছলামের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সত্যই তাঁহাদের কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় এমাম ছুবকির নিকট তাঁহার জামানার বিরাট দল আলেম সমবেত হইয়া ছিলেন, একজন কবিতা পাঠক নবি (ছাঃ) এর প্রশংসা উপলক্ষে ছারছরির কবিতাটি পড়িয়াছিলেন,—

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب

على ورق من خط احسن من كتب

وان تنهض الاشراف عند سماعه

قياما صفوفا جثيا على الركب

সেই সময় এমাম ছুবকি (রঃ) ও মজলিশের সকলেই কেয়াম করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য অনুসরণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

এবনে-হাজার হায়ছমি বলিয়াছেন মুল কথা এই যে, বেদয়াত হাছানার মোস্তাহাব হওয়া এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। মওলুদশরিফ পাঠ এবং উহার জন্য লোকদিগের সমবেত হওয়া ঐরূপ বেদয়াতে-হাছানা।"

যে এমাম ছুবকির দ্বারা প্রথমে কেয়ামের সৃষ্টি হয়, তিনি কিরূপ লোক ছিলেন, তাহা শুনুন,—

তাবাকাতে-কোবরা-শাফেয়িয়া, ৬।১৪৬ পৃষ্ঠা,—

الشيخ الامام الفقيه المحدث المفسر المقرئى الفقيه الاصولى المتكلم النّحوى اللغوى الاديب الحكيم المنطقى الجدلى الخلافى النظار شيخ الاسلام قاضى القضاة تقى الدين ابو الحسن شيخ المسلمين فى زمانه والداعى الى الله فى سره واعلانه استاذ الاستاذين واوحد المجتهدين كان من الورع والدين وسلوك سبيل الاقدمين على سنن و يقين انشاء الله مع المتقين ☆

শেখ এমাম ফকিহ, মোহাদ্দেছ, হাফেজ, মোফাছ্ছের, ক্বারী, অছুল তত্ত্ববিদ, আকায়েদ তত্ত্ববিদ, অভিধান তত্ত্ববিদ, আরবী সাহিত্যিক, হাকিম, মন্তেকি, জেদালি, খেলাফি তর্কবাগীশ শায়খোল-ইছলাম, কাজিওল কোজ্জাত, তকিউদ্দিন আবুল হাছান, তাঁহার জামানাতে তিনি শায়খোল-মোছলেমিন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে আল্লাহতায়ালার পথের হাদী, শিক্ষকগণের শিক্ষক মোজতাহেদগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, পরহেজগারী ও দ্বীনে এবং ছুন্নত ঈমান সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের পদাঙ্কানুসরণে ইনশায়াল্লাহ পরহেজগারদিগের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

আরও উক্ত কেতাব, ৬।১৬৯ পৃষ্ঠা,—

انه كان امام الدنيا فى كل علم على الاطلاق ☆

"নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক এলমে সর্ব্বতোভাবে দুনইয়ার এমাম ছিলেন।"

উহার ৬।১৪৯।২১৬ পৃষ্ঠা,—

৬৮৩ হিজরীতে তাঁহার জন্ম ও ৭৫৬ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

উল্লিখিত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, সর্ব্বজন মানিত একজন মোজতাহেদ এমাম প্রথমে কেয়াম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জামানার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ এই কার্য্যে তাঁহার তাবেদারি করিয়াছিলেন, ইহাতে এমাম মোজতাহেদগণের কেয়াম করার উপর এজমা স্থাপিত হইয়া গেল। এই এজমা শরিয়তের প্রামান্য দলীল, কাজেই ইহা হারাম, নাজায়েজ ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হইতে পারে না।

আল্লামা শেখ এছমাইল হাক্কি আফেন্দি হানাফিদিগের মানিত তফছিরে রুহোল-বায়ানের ৪র্থ খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখয়াছেন ,—

و من تعظيمه عمل المولد اذا لم يكن فية منكر قال
الامام السيوطى قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده
عليه السلام انتهى وقد اجتمع عند الامام تقى الدين السبكى
رحمة الله جمع كثير من علماء عصره فانشد منشد قول
الصرصرى رحمه الله فى مدحه عليه السلام قليل لمدح
المصطفى الخط بالذهب الخ ـ فعند ذلك قام الامام

السبكى و جميع من بالمجلس فحصل انس عظيم بذلك

المجلس و يكفى ذلك فى الاقتداء و قد قال ابن حجر

الهيثميّ ان البدعة الحسنة متفق على ندبها ☆

মিলাদ পাঠ নবি (ছাঃ) এর তা'জিমের অন্তর্গত-যদি উহাতে কোন দুষিত কার্য্য না থাকে। এমাম ছিউতি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর মিলাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য মোস্তাহাব। এমাম তকিউদ্দিন ছুবকির নিকট এক বিরাট দল আলেম সমবেত হইয়াছিলেন, সেই সময় একজন কবিতা পাঠকারী ছারছারি (রঃ) র কবিতা পাঠ করিলেন—

قليل لمدح المصطفىٰ الخ ☆

"সেই সময় এমাম ছুবকি ও সভার সমস্ত লোক কেয়াম করিয়া ছিলেন, সেই সভাতে মহা প্রেমের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। আমল করার জন্য ইহা যথেষ্ট (দলীল) হইবে। এবনো-হাজার হায়ছমি বলিয়াছেন, বেদয়াতে-হাছানার মোস্তাহাব হওয়া সর্ব্বজন মানিত বিষয়।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব ও মাওলানা আশরাফ আলি থানাভী সাহেবের পীর মোর্শেদ মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব রেছালায় 'ফায়ছালায় হাফ্‌তে মাছয়ালা'র ৩—৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

৫নং হাশিয়া, আল্লামা সৈয়দ দেহলান 'ছিরাতে-দেহলানে'র ১।৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

جرت العادة ان الناس اذا سمعوا ذكر وضعه صلى الله عليه

وسلم يقومون تعظيما له صلعم و هذا القيام مستحسن لما

"ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই যে, হজরত ফখ্রে-আলম হজরত নবি (ছাঃ) এর মূল পয়দাএশের আলোচনা দুনিয়া ও আখেরাতের খয়ের ও বরকতের কারণ হইয়া থাকে, কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, বিশিষ্ট রীতি ও খাস পদ্ধতি লইয়া বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছে, যে সমস্তের মধ্যে কেয়াম বড় বিষয়।

فیہ من تعظیم النبی ﷺ و قد فعل ذلک کثیر من علماء

الامۃ الذین یقتدی بھم ☆

এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় লোকেরা যে সময় নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থকেন, এই কেয়াম মোস্তাহাব, যেহেতু ইহাতে নবি (ছাঃ) এর তা'জিম করা হয়। এই উম্মতের বহু আলেম উহা করিয়াছেন যাহাদের তাবেদারি করা হইয়া থাকে।"

দুনিয়ার ছোট বড় আলেম উম্মি সমস্তই পুরুষ পরম্পরায় যে কার্য্য করিয়া থাকেন, উহা মোস্তাহাব হইবে, ইহার এক নাম توارث তাওয়ারোছ, আর এক নাম تعامل الناس এইরূপ কার্য্য মকরুহ হইতে পারে না।

নুরোল-আনওয়ার, ৬ পৃষ্ঠা,—

و تعلمل الناس ملحق بالا جما ع

"লোকদিগের 'তায়া'মোল' এজমার অন্তর্ভুক্ত"।

হেদায়া, ৩।৬৩।৬৪ পৃষ্ঠা,—

و فی الاستحسان یجوز للتعامل فیہ فصار کصبغ الثوب

ولاتعامل جوزنا الاستصنا ع ☆

আরও ১০২ পৃষ্ঠা,—

و ان استصنع شیأ من ذلک بغیر اجل جاز استحسانا

للاجما ع الثابت بالتعامل ☆

কতক আলেম এই কার্য্যগুলি নিষেধ করিয়া থাকেন, কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি। অধিকাংশ আলেম জেকরের ফজিলতের দলীলগুলি ব্যাপক হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়া থকেন। ন্যায় বিচারের কথা এই যে, দ্বীনের বিপরীত বিষয়কে দ্বীনের মধ্যে দাখিল করাকে বেদয়াত বলা হয়, যেরূপ নবি, (ছাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদিছে গবেষণা করিলে, প্রকাশিত হইয়া পড়ে—

মাওলানা থানাবি, এমদাদোল-ফাতাওয়ার ৩।৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

تعامل کی وجہ سے کہ بلا نکیر شائع ہے جوایک نوع کا اجماع ہے ☆

আরও ৩।১৯ পৃষ্ঠা,—

تعامل بھی مثل اجماع کسی عصر کے ساتھ خاص نہیں البتہ جو اجماع

کارکن ہے وہی اس میں بھی ہونا ضرور ہے یعنی اس وقت کے علماء اس پر نکیر

نہ رکھتے ہوں ☆

ইহাতেবুঝা যায় যে, কার্য্যটি সকলেই করিয়া থাকে এবং সেই সময় আলেমগণ উহার প্রতি এনকার না করেন, উহা এজমা স্বরূপ হইবে। ৬।৭ শতাব্দী হইতে সকলেই কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, সেই সময়ের কোন দায়িত্বসম্পন্ন আলেম উহার উপর এনকার করেন নাই, কাজেই উহা জায়েজ হইবে।

দোর্রোল মোখতার, ১৬৭ পৃষ্ঠা,—

ولا باس به عقب العيد لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم ☆

"ঈদের পরে তকবির তশরিক পড়াতে দোষ নাই, কেননা মুছলমানগণ ইহা পুরুব পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন, (ইহাকে তাওয়ারোছ বলা হয়), কাজেই তাহাদের তাবেদারি করা ওয়াজেব (কিম্বা জায়েজ)।"

শামী, ১।৩৬২ পৃষ্ঠা,—

ففيه دليل على انه غير مكروه لان المتوارث لا يكون

مكروها ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, জুমার প্রথম আজান দলবদ্ধ অবস্থায় দেওয়া মকরুহ নহে, কেননা যাহা পুরুব পরম্পরার বিনা এনকারে চলিয়া আসিতেছে, উহা মকরুহ হইতে পারে না।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এরূপ বিষয় নূতন সৃষ্টি করিল যাহা উহার অন্তর্গত নহে, উহা বাতীল।

যদি কেহ এই বিশিষ্ট বিষয়গুলিকে এবাদতে মকছুদা না জানে, বরং মূল্যে মোবাহ জানে, কিন্তু উহার হেতুগুলিকে এবাদত জানে, হেতু ঘটিত ছুরতকে কল্যাণজনক বিষয় (مصلحت) জানে, তবে বেদয়াত হইবে না, যেরূপ কেয়ামকে মূল এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করে না, কিন্তু রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সমালোচনার তা'জিম করা এবাদত জানে, আর কোন সুযোগ সুবিধার জন্য উহার এই ছুরত নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে, আর যেরূপ জেকরের তা'জিম করা প্রত্যেক সময় মোস্তাহাব জানে, কিন্তু কোন মছলেহাতের কারণে খাস হজরতের পয়দাএশের সময়কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে, আর

আরও উহাতে আছে,—

وكذلك نقول فى الاذان بين يدى الخطيب فيكون

بدعة حسنة اذ ما راه المؤمنون حسنا فهو حسن ☆

এইরূপ খতিবের সম্মুকে দলবদ্ধ অবস্থাতে আজান দেওয়ার অবস্থা হইবে, কেননা উহা বেদয়াতে হাছানা হইবে। যাহা ইমানদারগণ ভাল ধারণা করেন, উহা ভাল হইবে।

আরও শামী, ১।৩৮৬ পৃঃ,—

وقد استفاض ظهور العمل به فى كثيرمن الاعصار

فى عامة الامصار فلا جرم انه (الى) حسن

"অধিকাংশ শহরে অনেক জামানা হইতে জবানী নিয়ত করার উপর আমল-প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই উহা উৎকৃষ্ট।"

কেয়াম সমস্ত শহরে বিনা এনকারে বহু জামানা হইতে চলিয়া আসেতেছে, কাজেই উহা মোস্তাহাব হইবে। ৫নং হাশিয়া শেষ।

যেরূপ পয়দাএশের আলোচনা প্রত্যেক সময় মোস্তাহাব জানে কিন্তু সর্ব্বদা করা সহজ হওয়ার মছলেহাতের জন্য বা অন্য কোন মছলেহাতের জন্য ১২ই রবিউল আউয়াল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে, মছলেহাতগুলির বিস্তারিত বিবরণ বহু বিস্তৃত, প্রত্যেক স্থানে পৃথক পৃথক মছলেহাত হইয়া থাকে। মিলাদের কেতাবগুলিতে কতক মছলেহাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ বিস্তারিত ভাবে সেই মছলেহাত (সুযোগ সুবিধা) গুলির অবস্থা অবগত না থাকে, তবে প্রাচীন সুযোগ সুবিধা নির্ণয় কারিদিগের অনুসরণ (এক্তেদা) করা হইবে, তাহার নিকট ইহাই যথেষ্ট মছলেহাত। এইরূপ অবস্থাতে কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট ও খাস করিয়া লওয়া দোষণীয় নহে।

শোগল ও মোরাকাবার বিশিষ্ট নিয়মগুলি মাদ্রাছা ও খানকাহ গুলির খাস নিয়ম কানুনগুলি এই পর্য্যায়ভুক্ত। যদি এই খাস নিয়মগুলি নামাজ রোজার তুল্য এবাদতে মকছুদা জানে, তবে নিশ্চয় এই কার্য্যগুলি বেদয়াত হইবে। যথা বিশ্বাস করে যে, যদি নির্দিষ্ট তারিখে মিলাদ পড়া না হয়, কিম্বা কেয়াম করা না হয়, অথবা সুগন্ধি দ্রব্য বা মিষ্টান্ন সামগ্রীর ব্যবস্থা না হয়, তবে ছওয়াব হইবে না, বিনা সন্দেহে এইরূপ আকিদা দুষিত, ইহাতে শরীয়তের সীমাগুলি অতিক্রম করা হইবে, যেরূপ মোবাহ কার্য্যকে হারাম ও গোমরাহি ধারণা দোষণীয়, মূল কথা দুই অবস্থাতে সীমা অতিক্রম করা হইবে। আর যদি এই কার্য্যগুলিকে জরুরী অর্থাৎ শরয়ি ওয়াজেব না জানে, বরং এই অর্থে জরুরী জানে যে, কতক বরকত উহার উপর নির্ভর করে, যেরূপ কতক কার্য্যের বিশিষ্ট নিয়ম থাকে যে, উহার পয়রবি না করিলে, খাস আছর পাওয়া যায় না, কতক আমল দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়, যদি বসিয়া পড়ে, তবে সেই খাস আছর হয় না, এই হিসাবে যদি কেয়ামকে জরুরি জানে, ইহার দলীল আমল নির্দ্দেশকারিদের পরীক্ষা, কাশফ, ও এলহাম হইবে। এইরূপ মিলাদের কোন কার্য্য বিশিষ্ট নিয়মে করা কোন বরকত ও আছরের কারণ হয়, যাহা পরীক্ষা দ্বারা কিম্বা পীর বোজর্গের

উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বুঝিতে পারে, এই হিসাবে কেয়ামকে জরুরি জানে যে, এই খাস আছর কেয়াম ব্যতীত লাভ হয় না, এক্ষেত্রে ইহাকে বেদয়াত বলার কোন হেতু নাই। আকিদা একটি আভ্যন্তরিক ব্যাপার, ইহার অবস্থা বিনা জিজ্ঞাসাতে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না, কেবল আনুমানিক চিহ্ন দ্বারা কাহারও উপর কুধারণা পোষণ করা ভাল নহে, যথা কতক লোক কেয়াম ত্যাগ কারিদিগের উপর তিরস্কার করিয়া থাকে, যদিও এই তিরস্কার অন্যায়, কেননা কেয়াম শরীয়ত অনুসারে ওয়াজেব নহে, কাজেই তিরস্কার কিসের জন্য? বরং এই তিরস্কারে হঠকারিতার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে—যাহার সম্বন্ধে ফকিহগণ বলিয়াছেন, হঠকারিতাতে মোস্তাহাব কার্য্যে গোনাহ হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রত্যেক তিরস্কারে এইরূপ অনুমান করা যে, এই ব্যক্তি কেয়াম ওয়াজেব ধারণা করিয়া থাকে, জায়েজ হইবে না, কেননা তিরস্কার করার বহু কারণ আছে, কখন ওয়াজেব হওয়ার বিশ্বাসে ইহা করিয়া থাকে, কখন কোন দুনইয়াবি কিম্বা দ্বীনি রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচারণের জন্য উহা করিয়া থাকে। কখন এইহেতু তিরস্কার করা হয় যে, উক্ত কার্য্য তিরস্কারকারীর ধারণাতে (উক্ত ধারণা ঠিক হউক, আর বাতীল হউক) একটি বেদয়াতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া থাকে, এই কার্য্যে সে ব্যক্তি স্থির ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, এই ব্যক্তিও ঐ দলের অন্তর্গত, এইহেতু তিরস্কার করিয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন মজলিশে একজন বোজর্গ আগমন করেন এবং সকল লোক তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া যান, কেবল এক ব্যক্তি বসিয়া থাকে, এক্ষেত্রে কেহ তাহাকে এইহেতু তিরস্কার করে না যে, তুমি শরয়ি ওয়াজেব ত্যাগ করিয়াছ, বরং এইহেতু তিরস্কার করিয়া থাকে যে, তুমি মজলিশের রীতির খেলাফ করিয়াছ। আরও হিন্দুস্তানের সাধারণ ভাবে রীতি আছে যে, তারাবিহ নামাজে কোরআন মজিদ খতম করা কালে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া থাকে, যদি কেহ মিষ্টান্ন

বিতরণ না করে তবে তিরস্কার করা হইয়া থাকে কিন্তু কেবল এই হেতু যে, সে একটি সুনিয়ম ত্যাগ করিয়াছে। আরও بیہا বেহাক্কে বলা কোন জামায়াতে মো'তাজেলা নামক (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বেহাক্কে বলিতে শুনিয়া এই ধারণায় তিরস্কার করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি ঐ দলভুক্ত এবং ইহা দ্বারা তাহার অন্যান্য আকিদা থাকা বুঝিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অবস্থাতে তিরস্কার করাকে ওয়াজেব হওয়ার আকিদা থাকার দাবী করা কঠিন। যদি ধরিয়া লই যে, কোন আম লোকের এইরূপ আকিদা হয় যে, কেয়াম করা ফরজ ও ওয়াজেব, তবে কেবল তাহার পক্ষে বেদয়াত হইবে। যাহাদের এইরূপ আকিদা না থাকে, তাহাদের পক্ষে মোবাহ্ ও মোস্তাহাব থাকিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কতক কঠিন পন্থা অবলম্বি (কা'বা হইতে বিদায় কালে) পৃষ্ঠ ফিরিয়া চলা জরুরী বুঝিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে কি ইহা সকলের পক্ষে বেদয়াত হইবে। কতক বিদ্বান্ কেবল নিরক্ষরদিগের কতক বাড়াবাড়ি দেখিয়া, যথা—জাল রেওয়াএত পড়া সঙ্গীত করা ইত্যাদি ইত্যাদি যেরূপ জাহেলদিগের মজলিশে সংঘটিত হইয়া থাকে, ব্যাপক ভাবে সমস্ত মিলাদের উপর একই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা ন্যায় বিচারের বিপরীত, কতক ওয়াজকারী জাল রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া থাকে, কিম্বা তাহাদের ওয়াজের মধ্যে পুরুষ লোক ও স্ত্রীলোকদিগের মিলনে কোন ফাসাদ হইয়া থাকে ইহাতে কি ওয়াজের সমস্ত মজলিশ নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই পর্য্যন্ত বলা হইলে, তাঁহার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে মাওলানা তাজোল-ইছলাম সাহেব দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব অজদ অবস্থাতে কেয়াম করিয়াছিলেন, ইহা আমরা জায়েজ রাখি। আরও তাজদ্দিন-ছুবকি শাফেয়ি মজহাবের আলেম, ইনি হানাফী হইয়া অহাবিদিগের সহিত বয়কট করিতে

ফৎওয়া দেন, এখন তিনি কেন শাফেয়ি মজহাবের আলেমের মত মান্য করিতেছেন। আরও ফেকহের কেতাবের কথা আমাদের গ্রহণীয়, কেয়ামের কথা ফেকহের কেতাব হইতে বাহির করিয়া দেখাইতে হইবে, নচেৎ উহা মান্য করা যাইবে না।

তৎপরে তিনি বলিলেন, হাদীয়ে বাঙ্গলা জৌনপুরের মাওলানা কারামাত আলি সাহেব জাখিরায় কারামত তৃতীয় ভাগ, ১০ পৃষ্ঠায় (কওলোল হক কেতাবে) লিখিয়াছেন,—

"পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করার বৃত্তান্ত এই যে, মৌলবী এলাহদাদ সাহেব কেয়াম সম্বন্ধে জাহেলদিগের কথা ও কার্য্যের বর্ণনা কালে কেয়াম করিয়াছেন যে, তাহারা নবী (ছাঃ) এর পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, নবি (ছাঃ) এর রুহ উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন, ইহাদের দাবী বাতীল, বরং এইরূপ আকিদা শেরক।

শেষে মাওলানা জৌনপুরী সাহেব লিখিয়াছেন যে যদি কেহ অজদ ও আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় কেয়াম করে, তবে সে ক্ষমার পাত্র। আর ঐ অবস্থা না হইলে, কেয়াম করা কি, সত্য অন্বেষণ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ভাবে আলোচনা করা জরুরী।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষৌবী সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ায় ২য় ভাগের ৩৯৯—৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ফৎওয়া তলব, অনেক আম ও খাস লোক নবি (ছাঃ)এর পয়দাএশ আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া থাকে, এই কেয়াম করাকে তাঁহারা নবি (ছাঃ) এর তাজিম ধারণা করিয়া থাকে, শরিয়তের বিশ্বাস যোগ্য দলীল সমূহে এই কেয়ামের কোন প্রমাণ আছে কি না? যদি থাকে, তবে অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন 'আছল' اصل নাই, যেরূপ ছিরাতে শামিয়া, ছিরাতে-হালাবিয়া ইত্যাদিতে

সন্নিবেশিত হইয়াছে, আর কেহ উহার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহা কিরূপ? দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত কেয়াম মোবাহ, কিম্বা বেদয়াতে হাছানা, অথবা বেদয়াতে ছাইয়েয়া? আর কতক লোকে যে ধারণা করিয়া থাকে যে, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করা কালে তাঁহার পাক রুহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই ধারণা ছহিহ কিম্বা বাতীল।

আর কতক লোক নবি, (ছাঃ) এর ছুন্নতের তাবেদার এবং নবি (ছাঃ) এর তা'জিম করা অন্যান্য ফরজের তুল্য ফরজে আএন জানিয়া থাকে, আর এই হিসাবে যে, নবি (ছাঃ) নিজের জীবদ্দশাতে ছাহাবায় কেরামকে এইরূপ দাঁড়াইতে নিষেধ করিতেন এবং ছাহাবাগণ কখন দাঁড়াইতেন না, যেরূপ হাদিছ সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। আর এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন 'আছল' নাই। এই উল্লিখিত কওল অনুসারে তাহারা কেয়াম করিতে থাকেন। অধিকাংশ লোক এই কেয়াম ত্যাগ করা হেতু তাহাদিগকে নবি (ছাঃ) এর সম্মান ত্যাগকারী বলিয়া তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, এইরূপ নিন্দাবাদে তাহারা সত্যপরায়ণ কিম্বা ভ্রমকারী?

জওয়াব। হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে যে কেয়াম করা হয়, ইহার কোন শরিয়ত সঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য দলীল নাই। আর ইহাকে নবি (ছাঃ) এর কেয়ামে তা'জিমি বলা বাতীল, কেননা এই কেয়ামের অবস্থা তিন প্রকার হইতে পারে।

(১। নবি (ছাঃ) এর নাম পাকের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা হয়।

(২) পয়দাএশের অবস্থার তা'জিমের জন্য ও সেই সময়ের ঘটনাবলীর চিন্তা করিয়া কেয়াম করা হয়।

(৩) হজরতের রুহানি ও শারিরীক জাতের কিম্বা তাঁহার রুহানি ছুরাতের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা হয়।

প্রথম অবস্থা বাতীল, কেননা নাম পাকের তা'জিম কেয়াম কিম্বা মস্তক নত করিয়া করা কোন স্থানে প্রমাণিত হয় নাই, বরং বেদয়াত উহার

তা'জিম এই যে, নাম লওয়ার বা শুনিবার সময় দরুদ পড়িতে হয়। আর যদি নাম উচ্চারণ করার তা'জিম কেয়াম দ্বারা করিতে হয়, তাহা হইলে, মিলাদের সমস্ত বর্ণনা দাঁড়াইয়া করিতে হইবে। আর মিলাদ ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে, কেয়াম করা জরুরী হইবে, কিন্তু ইহা কাহারও মত নহে।

দ্বিতীয় অবস্থাও বাতীল, কেননা পয়দাএশের অবস্থা চিন্তা করতঃ কেয়াম করার দলীল নাই। তৃতীয় অবস্থা এই কথার উপর নির্ভর করে যে, পয়দাএশের বর্ণনা কালে হজরত রুহ ও শরীর সহ আগমন করিয়া থাকেন। কিম্বা কেবল রুহানী ভাবে আগমন করেন। ইহা শরিয়তে সপ্রমাণ হয় নাই। আর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, হজরত (ছাঃ) তথায় আগমন করিয়া থাকেন, তবে কি কেবল পয়দা এশের বর্ণনা কালে আগমন করেন, কিম্বা মিলাদ শুরু করা কালে আগমন করেন ইহাই প্রকাশ্য কথা, এক্ষেত্রে মিলাদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেয়াম করা জরুরী হইবে। ইহা কাহারও মত নহে। ইহা ব্যতীত হাদিছের কেতাবগুলি হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হজরত (ছাঃ) জীবদ্দশাতে ছাহাবাগণকে দাড়াইতে নিষেধ করিতেন এবং ছাহাবাগণ তাঁহার জন্য কেয়াম করিতেন না, কাজেই যে কার্য্য হজরত (ছাঃ) নিজের জীবদ্দশাতে পছন্দ করিতেন না, বরং ছাহাবাগণকে উহা করিতে নিষেধ করিতেন, তাঁহার এন্তেকালের পরে তাঁহার আগমন কালে কিরূপে উহা জায়েজ হইবে।

যদি পয়দাএশ বর্ণনাকালে কেয়াম করা শরীয়ত সঙ্গত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা মোস্তাহাব হইবে। ওয়াজেব ফরজ নহে। আলেমগণ এই ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোস্তাহাব কার্য্যের উপর ফরজ ওয়াজেবের তুল্য হঠকারিতা প্রকাশ করিলেও ত্যাগকারীর উপর তিরস্কার করিলে, মকরুহ হইয়া থাকে, যেরূপ মোল্লা আলিকারী মেরকাতের টীকাতে লিখিয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আশরাফ আলী থানাভী ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের পীর হাজী মাওলানা এমদাদুল্লাহ ছাহেব 'ফায়ছালায়-হাফত-মছলা'র ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"মিলাদের মজলিশে হজরত নবি (ছাঃ) এর আগমন করার আকিদাকে কোফর সেরক বলা সীমা অতিক্রম করা। (অন্যায় কথা) কেননা ইহা জ্ঞান ও রেওয়াতের হিসাবে সম্ভব, বরং কতকস্থলে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। এখন এই সন্দেহ বাকি থাকিল যে, নবী (ছাঃ) কিরূপে মিলাদের সংবাদ জানিবেন? এক সময়ে কয়েক স্থানে কিরূপে আগমন করিবেন? এই সন্দেহ নিতান্ত দুর্বল তাঁহার এলম ও রুহানীএতের বিস্তৃতি যাহা নকলি ও কাশফি দলীলগুলি হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহার নিকট ইহা একটি তুচ্ছ কথা। ইহা ব্যতীত আল্লাহতায়ালার শক্তিতে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহাও সম্ভব যে, হজরত (ছাঃ) নিজের স্থানে থাকেন এবং মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা দূরীভূত হইয়া যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক অবস্থাটি সম্ভব ব্যাপার, আর ইহাতে হজরতের এল্‌মে-গায়েব জানার প্রতি বিশ্বাস করা প্রতিপন্ন হয় না—যাহা আল্লাহতায়ালার খাস ছেফাত, কেননা এল্‌মে গায়েব উহা যাহা জাতে খোদার সহিত সংশ্লিষ্ট, আর খোদাতায়ালার অবগত করান জন্য যে এল্‌মে-গায়েব লাভ হয়, উহা গায়েবে-জাতি নহে, বরং গায়েবে-এজাফি, ইহা সৃষ্টির সম্বন্ধে সম্ভব, বরং সংঘঠিত হইয়া থাকে। আর সম্ভব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা শেরক ও কোফর কিরূপে হইবে? অবশ্য প্রত্যেক সম্ভব বিষয়ের সংঘঠিত হওয়া জরুরী নহে, এইরূপ বিশ্বাস করিতে গেলে দলীলের আবশ্যক হয়, যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, যথা নিজের কাশ্‌ফ হইয়া যায়, কিম্বা কোন কাশ্‌ফ সম্পন্ন ব্যক্তি সংবাদ প্রদান করেন, তবে এইরূপ বিশ্বাস করা জায়েজ হইবে। নচেৎ প্রমাণ শূন্য একটি ভ্রান্তমূলক ধারণা, এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে রুজু করা জরুরী,

কিন্তু শেরক ও কোফর কোন প্রকারে হইতে পারে না। এই মছলার সংক্ষিপ্ত সত্যোদ্‌ঘাটন ইহা যাহা উল্লিখিত হইল। আমার নিয়ম এই যে, আমি মিলাদের মজলিশে শরিক হইয়া থাকি, বরং বরকতের উপলক্ষ্য ধারণা করিয়া প্রত্যেক বৎসর এইরূপ মজলিশ করিয়া থাকি এবং কেয়ামে আনন্দ ও উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি।"

মাওলানা থানাভী ও গাঙ্গুহী ছাহেবদ্বয় যে দাবী করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের পীর মোর্শেদদের কথায় বাতীল হইয়া গেলে। যদি কোন নির্বোধ হজরতের প্রত্যেক মিলাদের মজলিশে উপস্থিত হওয়ার ধারণা করিয়া বসে, তবে ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা হইলেও শেরক কোফর হইতে পারে না। ইহা হজরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব দলীল সহ সপ্রমাণ করিয়াছেন। মাওলানা দাবি করিয়াছেন, হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব 'অজদ' অবস্থাতে কেয়াম করিতেন, ইহা বাতীল দাবি, তিনি ত সর্ব্ব প্রকার কেয়াম মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ করিতেছেন।

প্রতি পক্ষ মাওলানা ছাহেব যে মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেবের ফাতাওয়ার ২য় খণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মাওলানা ছাহেব উক্ত ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

لیکن علمای حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا قیام میکر مایند و امام برزنجی"

در رسالہ مولدی نویسند و قد استحسن القیام عند ذکر مولده

الشریف ائمة ذو روایة ☆

"কিন্তু মক্কা মদিনার আলেমগণ কেয়াম করিয়া থাকেন। এমাম বারজাঞ্জি (রঃ) মিলাদের কেতাবে লিখিতেছেন, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করাকালে মোহাদ্দেছ এমামগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

আর তিনি যে তকিউদ্দিন ছুবকিকে শাফেয়ি বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করা হানাফীদিগের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, উহার জওয়াব এই যে, প্রথমে তিনি উহা সৃষ্টি করেন, পরে দুনইয়ার সমস্ত মজহাবের এমামও আলেমগণ উহা আমল করিয়া আসিতেছেন, কাজেই ইহা কেবল শাফেয়ি মজহাবের মত হইল কিরূপে?

দাদী ও নানীর সহিত নিকাহ করা হারাম হওয়ার প্রতি চারি মজহাবের এমামগণের এজমা হইয়াছে, এক্ষেত্রে কি বলিতে হইবে যে হানাফিগণ অন্য মজহাবের প্রতি আমল করিতেছেন?

মাওলানা ছালামাতুল্লাহ ছাহেব এশবায়োল-কালাম' কেতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اما القيام اذا جاء ذكر ولادته ﷺ عند قرأة المولد الشريف توارثه الائمة الاعلام و اقره الائمة والحكام من غير نكير منكر و لارد راد ولهذا كان مستحسنا ☆

خادم الشريعة المنهاج

عبد الله ابن المرحوم عبد الرحمن سراج المفسّر لمحدث

بمسجد الحرام ☆

মিলাদ শরীফ পাঠ কালে নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা হইলে, যে কেয়াম করা হয়, বড় বড় এমাম পুরুষপরম্পারায় উহা করিয়া আসিয়াছেন, এমামগণও হাকেমগণ বিনা এনকারকারীর এনকারেও প্রতিবাদে উহার উপর স্থির ছিলেন, কাজেই উহা মোস্তাহাব হইবে—

আব্দুল্লাহ-বেনে আবদুর রহমান ছেরাজ ইনি মক্কা শরীফের হানাফী মুফ্তি, মোহাদ্দেছ ও মোফাছ্ছের।

আরও উহার ৬০ পৃষ্ঠা,—

قـد اجتـمعت الامة المحمّدية من اهل السنّة و الجماعة على

ا ـ ـسان القيام المذكور ☆

"ছুন্নত অল্-জামায়াত ভুক্ত উম্মতে-মোহাম্মদী উল্লিখিত কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন।"

(মাওলানা) ওছমান বেনে হাছান দিমাইয়াতি। মৌলুদে বারজাঞ্জির, ২৯ পৃষ্ঠা,—

قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو

رواية و روية ☆

ইহার হাশিয়াতে ইহার ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে,—

শরীয়তের ও দ্বীনের আলেমগণ, সত্য পথপ্রাপ্ত মোহাদ্দেছ ফকিহগণ প্রাচীন ও পরবর্ত্তী মোজতাহেদগণ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) এর খাস পয়দাএশের আলোচনা কালে নবি (ছাঃ) এর তা'জিমের জন্য কেয়াম করা মোস্তাহাছান ও মোস্তাহাব। ইহার উপর মক্কা ও মদিনার সমস্ত আলেমেরা একমত হইয়াছে, কেবল অহাবী সম্প্রদায় ইহাতে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তাহাদের ব্যতীত দ্বীনের বিচক্ষণ বড় বড় আলেমগণ বিনা আপত্তি সর্ব্বদা কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, কেহই ইহার উপর এনকার করেন নাই। প্রত্যেক ঈমানদারকে ইহার পয়রবি করা লাজেম। বিশেষতঃ এমাম জালালউদ্দিন ছিউতি, আল্লামা-ছাখাবি, মোহাদ্দেছ এবনোজওজি, এমাম জা'ফর বরজাঞ্জি, মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবি, মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ, মাওলানা শাহ আব্দুল

আজিজ প্রভৃতি ছাহেবগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব জানিতেন। মাওলানা ছালামতউল্লাহ্ ছাহেব এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সহ 'এশাবায়োল-কালাম' নামক একখানা কেতাব লিখিয়াছেন।"

তিনি মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের কথা উপস্থিত করিয়াছেন তিনি জখিরায় কারামতের ৩য় ভাগে মোলাখ্যাছ কেতাব ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম তকিউদ্দিন ছুবকি হানাফী মজহাবের মোজতাহেদ ছিলেন, ইহাতে মাওলানা তাজোল-ইছলাম ছাহেব যে তাঁহাকে শাফেয়ি বলিয়া গলাবাজি করিতেছেন, তাহা খণ্ডন হইয়া গেল।

উক্ত জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব লিখিয়াছেন, কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়া সমস্ত দেশের ও বড় বড় শহরের মুছলমানদিগের বড় জামায়াত কর্ত্তৃক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও এমাম তকিউদ্দিন ছুবকির আমল হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা রুহোল বায়ান ও ছিরাতে শামীতে আছে। আরও ওছমান বেনে হাছান দেম্‌ইয়াতি ও আবদুল্লাহ্ বেনে আবদুর রহমান ছেরাজ এই দুই মুফতির ফৎওয়া হইতে, মুছলমান শহরগুলির তাওয়ারোছ হইতে, বিশেষতঃ মক্কা ও মদিনার তাওয়ারোছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। তাওয়ারোছ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় উহার উপর আমল করা ওয়াজেব। কেতাব এনছানোল ওউন ও ছিরাতে শামী হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। মিলাদ ও কেয়াম উভয়ের মূল হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

শ্রোতাবৃন্দ। ৬ষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী হইতে এমাম মোজতাহেদগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব বলিয়া করিয়া আসিতেছেন, আর এখন ১৩৫৭ হিজরী, মাওলানা থানাভী বর্ত্তমান যুগের লোক মাওলানা গাঙ্গুহী প্রভৃতি ৩০/৩৫ বৎসর গত হইয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের লোকের কথায় প্রাচীন এমামগণের এজমায়ি মছলা রদ হইতে পারে না।

প্রাচীন যুগের এমামগণ দাদী নানী হারাম হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, এখন যদি কেহ বলে, উহা কোরআন হাদিছে নাই, তবে উহা

কি হালাল বলিতে হইবে? চারি মজহাবের মধ্যে এক মজহাবের প্রতি আমল করা প্রাচীন যুগের এমামগণের এজমাতে হারাম হইয়াছে, এখন যদি কোন মজহাববিদ্বেষী বলেন যে, উহা নবি (ছাঃ) ও প্রথম তিন জামানাতে ছিল না। তাহার কথাতে কি মজহাব ত্যাগ করিতে হইবে?

তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক কথা ফেক্‌হের কেতাব হইতে বাহির করিতে হইবে, ইহা বাতীল দাবী।

তাঁহার মানিত মাওলানা কেরামত আলি সাহেব জাখিরায় কারামতের ২।২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"বয়য়তের তওবা এনকার কারী দল বলিয়া থাকে যে, তরিকতের পীরের নিকট বয়য়ত করা ফেক্‌হের কেতাব হইতে বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা সত্য জানিব। ইহার প্রথম জওয়াব এই যে, ইহা জরুরী নহে যে, যাহা ফেকহের কেতাবে থাকিবে, উহা মানিতে হইবে, আর যাহা উহাতে না থাকে, উহা মানিতে হইবে না, কেননা আকায়েদের বর্ণনা এলমে কালামে আছে। এক্ষণে যদি এলমে কালামের কথা মানা না হয়, তবে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কেতাব সকল, রছুলগণ কেয়ামত ও তকদীরের উপর কিরূপে ঈমান আনা হইবে? যদি এই সমস্তের উপর ঈমান আনা না হয়, তবে ইছলাম হইতে খারিজ হইতে হইবে। আরও চারি ছাহাবার খেলাফতের উপর কিরূপে বিশ্বাস করিবে? ইহার বর্ণনা এলমে-কালামে আছে, ফেকহের কেতাবে নাই। যদি ইহা না মানে, তবে রাফিজি হইয়া যাইবে। কোরআনের তফছির-ফেক্‌হের কেতাবে নাই, কাজেই ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। হজরতের মোজ'জেজা ও মেয়ারাজের বর্ণনা ফেক্‌হের কেতাবে নাই, উহা তারিখের কেতাবে আছে, যদি এই সমস্ত না মানে, তবে কিরূপে ঈমান নিরাপদে থাকিবে? এইরূপ তরিকতের পীরগণের হস্তে বয়য়ত করার বর্ণনা ছলুকের কেতাবে আছে, ইহা না মানিলে, পীর হীন অবস্থাতে থাকিবে।

আমাদের মজহাবের নীতি এই যে, রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর দীনের যত কেতাব আছে সমস্তের উপর আমল করিব।

আল্লামা হুজুর বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, শ্রোতামণ্ডলী কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি করিতেছিলেন, প্রতিপক্ষ মাওলানা ও তাঁহার দলের মুখে কালিমার ছায়া ঘণীভূত হইতেছিল, মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেবের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, এবং বারম্বর পানি আন পানি আল করিয়া শব্দ করিতে ছিলেন। ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন, মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে, ইহার পরে সভা ভঙ্গ করিতে হইবে।

আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, যেহেতু তাঁহারা প্রথমে বক্তৃতা শুরু না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, কাজেই আমাকে শেষ ৭ মিনিট সময় বক্তৃতা দিতে আপনার নিকট অনুরোধ করি। আমাদের পক্ষে কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ইসপেক্টর সাহেবকে এই অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু তিনি কেবল তাহাদিগকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দিবেন, আর আমাদের আল্লামা হুজুরকে শেষে কিছু বলিতে দিবেন না, স্থির সঙ্কল্প করিলেন।

তখন আল্লামা হুজুর বলিলেন, যদি আমাকে কিছু বলিতে না দেন, তবে আমি আমার লোকজন সহ চলিয়া যাইব। আল্লামা হুজুর যখন সভা ভঙ্গের হুকুম দিয়া বলিলেন, আমাদের দল আমাদের সঙ্গে চলুন, তখন আল্লাহো আকবার রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া দশ হাজারের মধ্যে ২।৩ শত ব্যতীত সকলেই চলিয়া গেলেন। প্রতিপক্ষগণ বহু মিনতি করিয়া সামান্য কতিপয় লোক ব্যতীত কাহাকেও রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে গণ্ডগোলের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাহাছ ও সমাপ্ত হইল।

এক্ষণে ক্বেয়াম মান্য কারিদের উপকারার্থে পরিশিষ্টরূপে কতক গুলি কথা লিখিতেছি,—

প্রথম মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ)-এর ও ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িন এই তিন জামানাতে

মিলাদের কেয়াম হয় নাই, কাজেই উহা বেদয়াতে ছাইয়েয়া, এক্ষণে আমরা তাঁহার দলকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, তাহারা এই কার্য্যগুলি তিন জামানা হইতে প্রকাশ করিয়া পুরস্কার লাভ করিবেন।

(১) তছবিব, শামী, ১।৩৬১ পৃঃ।

فی العنایة احدث المتاخرون التویب بین الاذان والاقامة

علی حسب ما تعارفوه فی جمیع الصلواة سوی المغرب و ما

رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ☆

"এনায়াতে আছে, শেষ জামানার আলেমগণ মগরেব ব্যতীত সমস্ত নামাজে তাহাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আজান ও একামতের মধ্যে 'তছবিব' নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

(২) খোৎবার মধ্যে খোলাফায়-রাশেদীনের আলোচনা করা, শামী, ১।৭৫৯ পৃষ্ঠা,— انه محدث উহা নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। আলমগিরি, ১।১৫৬ পৃষ্ঠা, مستحسن بذلک جری التوارث "ইহা 'মোস্তাহাব, উহার উপর তাওয়ারোছ' হইয়াছে।"

(৩) নামাজের জবানি নিয়ত—

শামী, ১।৩৮৬ পৃষ্ঠা,—

و التلفظ بها مستحب بل قیل بدعة لم ینقل عن المصطفی

و لا الصحابه و لا التابعین فی الفتح عن بعض الحفاظ لم یثبت

عنه صلی الله علیه وسلم من طریق صحیح و لا ضعیف

ولا عن احد من الصحابة و التّابعین ولا عن الائمة الاربعة

قال في الحلية انه بدعة حسنة و قد استفاض ظهور العمل به في كثير من الاعصار في عامة الامصار ☆

"নামাজের জবানি নিয়ত মোস্তাহাব, বরং কেহ উহা বেদয়াত বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেয়িগণ হইতে উহা উল্লিখিত হয় নাই। ফৎহোল-কদীরে কোন হাফেজে-হাদিছ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) হইতে ছহিহ কিম্বা জইফ ছনদে, কোন ছাহাবা, তাবেয়ি ও চারি এমাম হইতে উহা প্রমাণিত হয় নাই।

হলইয়াতে আছে, উহা বেদয়াতে হাছানা। অধিকাংশ শহরে বহু জামানা হইতে ইহার উপর আমল করা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

(৪) কোরআন শরিফের নোক্তা, তশদীদ, রওম, এশমাম পাঁচ আয়ত ও দশ আয়তের চিহ্ন।

তফছিরে এৎকান, ২।২৭১ পৃষ্ঠা,—

قال يحيىٰ بن ابى كثير ما كانوا يعرفون شيأ مما احدث فى المصاحف الا النقط الثلاث على رؤس الآى ☆

"এহইয়া বেনে আবি কছির বলিয়াছেন, প্রাচীন লোকেরা আয়তগুলি প্রথমে তিনটি নোক্তা ব্যতীত কোরআন শরিফে যে চিহ্ন নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কিছুই জানিতেন না।"

قال الحليمى تكره كتابة الاعشار و الاخماس واسماء السور وعدد الآيات فيه ☆

"হোলায়মী বলিয়াছেন, দশ আয়তের চিহ্ন, পাঁচ আয়তের, চিহ্ন ছুরাগুলির নাম সকল, আয়তগুলির সংখ্যা কোরআনে লেখা মকরুহ হইবে।"

قال البيهقي و لا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات و السجدات و العشرات والوقوف و اختلاف القرآت و معاني الآيات ☆

"বয়হকি বলিয়াছেন, কোরআন শরিফে যাহা নাই, উহা উহাতে যোগ করিবেন না, যথা আয়তগুলির সংখ্যা, ছেজদাগুলি, দশ আয়তের চিহ্নগুলি, অকফ, বিভিন্ন কেরাত ও আয়তগুলির অর্থ।

كان الشكل فى الصدر الاول نقطا فالفتحة نقطة على اول الحرف والضمة على اخره والكسر تحت اوله و عليه مشى الدانى و الذى اشتهر الآن الضبط بالحركات الماخوذة من الحروف وهو الذى اخرجه الخليل وهو اكثر و اوضح و عليه العمل ☆

প্রথম জামানাতে শেক্‌ল নোক্‌তা ছিল অক্ষরের প্রথম ভাগে একটি নোকতা জবর ছিল, উহার শেষ ভাগে একটি নোকতা পেশ ছিল এবং উহার প্রথম ভাগের নীচে একটি নোকতা জের ছিল, দানি এই মতের উপর চলিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে হরকত লেখা প্রসিদ্ধ হইয়াছে, খলিল প্রথমেই উহা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা সমধিক প্রকাশ্য মত, ইহার উপর আমল চলিতেছে।"

(৫) হাজি মাওলানা এমদাদুল্লাহ ছাহেবের জেয়াওল কোলুবে লিখিত কাদেরিয়া চিশ্তিয়া তরিকার নিয়মগুলি।

(৬) হাদিছের ছহিহ জইফ নির্ব্বাচনের নিয়ম কানুনগুলি। দ্বিতীয় ছিরাতে শামিয়া ও হালাবী লেখকেরা কেয়াম বেদয়াত বলিয়াছেন, বেদয়াত শব্দের অর্থ নূতন কার্য্য। এই বেদয়াত পাঁচ প্রকার।—

আল্লামা এবনো হাজার হায়ছমি 'ফৎহোল মুবিন, এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের টীকা'র ১।১৭৮।১৭৯ পৃষ্ঠার এমান নাবাবী 'ছহিহ মোছলেমের টীকার ১।২৮৫ পৃষ্ঠায়, কেতাবোল-আছমা-আল্লোগাতের ১।২২, পৃষ্ঠায় ও আল্লামা এবনে আবেদীন শামী, রদ্দোল-মোহতাবের ১।৫২৩।৫২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

বেদয়াত পাঁচ প্রকার, প্রথম-ওয়াজেব ফেকায়া, দ্বিতীয়-হারাম তৃতীয় মোস্তাহাব, চতুর্থ-মকরুহ ও পঞ্চম মোবাহ। নহো, ছরফ, মায়ানি, বায়ান, লোগাত, আছমায়ো রেজাল, ফেকহ, অছুলে ফেকহ শিক্ষা করা ওয়াজেব বেদয়াত। এইরূপ কদরিয়া, জবরিয়া, মরজিয়া ও মোজাচ্ছেমা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা ওয়াজেব বেদয়াত। ছুন্নত-অল জামায়াতের বিপরীত বেদয়াতি সম্প্রদায়ের মতগুলি হারাম বেদয়াত।

এলম সংক্রান্ত কেতাবগুলি রচনা করা, মাদ্রাছা ও পান্থশালা নির্ম্মান করা, তাছাওয়াফের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির আলোচনা, তর্ক বাহাছের নিয়ম শিক্ষা ও সভা সমিতি আহ্বান করা মোস্তাহাব বেদয়াত।

মছজিদগুলির নকশা ও কোরআন আমাদের হানাফী মজহাবে উহা মোবাহ বেদয়াত।

সুস্বাদ খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পরিচ্ছদ বেশী পরিমাণ ব্যবহার করা মোবাহ বেদয়াত।

এমাম নাবাবী লিখিয়াছেন,—

كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص و المراد غالب

البدع فاذا عرف ما ذكرته علم ان الحديث من العام

المخصوص و كذا ما اشبهه من الاحاديث الواردة ويؤيده ما

قلنا قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی التراویح نعمت البدعة و لا یمنع من کون الحدیث عاما مخصوصا قوله کل بدعة موکدا بکل بل یدخله التخصیص مع ذلک کقوله تعالی" تدمر کل شئ "

"প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি, ইহা ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও ইহার অর্থ অধিকাংশ বেদয়াত। আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি, যখন ইহা অবগত হওয়া গেল, তখন ইহাও জানা গেল যে, এই হাদিছ এবং ইহার তুল্য হাদিছগুলি ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক বেদয়াত। হজরত ওমার (রাঃ) তারাবিহ সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, ইহা উৎকৃষ্ট বেদয়াত, এই কথা আমার মতের সমর্থন করে। হাদিছে প্রত্যেক শব্দ থাকিলে, উহার অর্থ কতক হইবে, যেরূপ কোরআনে আছে, " تدمر کل شی " এস্থলে প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস করিবে অর্থ না হইয়া "কতক বস্তু ধ্বংস করিবে' হইবে।

আল্লামা-এবনো-হাজার লিখিয়াছেন,—

ان قوله" ومحدثات الامور" عام ارید به خاص اذ سنة الخلفاء الراشدین منها مع انا امرنا باتباعها - واعلم ان الکلام اما عام ارید به خاص نحو" اوتینا من کل شئ "او خاص ارید به عام نحو" فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما " ای لا تؤذ هما بشئ من انواع الایذاء ☆

নূতন কার্য্যগুলি হইতে পরহেজ কর, ইহা ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক নূতন কার্য্য কেননা সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতগুলিও নূতন কার্য্য, অথচ আমরা উহার তাবেদারি করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। তুমি জানিয়া রাখ যে কথা কখন ব্যাপক ভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক হইয়া থাকে, যেরূপ কোরআনের আয়ত "اوتينا من كل شئ" "আমরা প্রত্যেক বস্তু প্রদত্ত হইয়াছি অর্থাৎ কতক বস্তু।" কখন বিশিষ্ট শব্দের অর্থ ব্যাপক হইয়া থাকে, যেরূপ কোরআনের আয়ত— "فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما" তুমি উভয়কে 'ওহ্' বলিওনা, এবং উভয়কে তিরস্কার করিওনা। অর্থাৎ উভয়কে কোন প্রকার কষ্ট দিওনা।

তৃতীয় ছিরাতে শামিয়া ও হালাবিয়াতে আছে, لا اصل لها কেয়ামের কোন আছল নাই, ইহার অর্থ, মাওলানা ছালামাতুল্লাহ সাহেব এশবায়োল-কালামের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।—

معنی لا اصل لها لا نظیر لها ای فی القرون الثلثة باشدو دربعضی از اطلاقات علماء لا اصل لها بمعنی لا وجود لها نیز واقع ست ☆

"প্রথম তিন জামানাতে উহার নজির কিম্বা অস্তিত্ব ছিল না।" ইহাতে উহার নাজায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

ছিরাতে হালাবী ও দেহলানে উহা বেদয়াতে-হাছানা হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী মোয়াত্তার টীকা 'মোছাওয়া' কেতাবের ২।২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال النووى اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واما ماعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح و العصر فلا اصل له فى الشرع على هذا الوجه و لكن لا بأس به و هكذا ينبغى ان يقال فى المصافحة يوم العيد ☆

"নাবাবী বলিয়াছেন, তুমি জানিয়া রাখ, প্রত্যেক সাক্ষাৎকালে মোছাফাহা মোস্তাহাব, আর লোকেরা ফজর ও আছরের পরে যে মোছাফাহা করা অভ্যাষ করিয়া লইয়াছে, এই ধরণে শরিয়তে ইহার কোন 'আছল' নাই, কিন্তু ইহাতে কোন দোষ নাই। ঈদের দিবস মোছাফাহা সম্বন্ধে এইরূপ বলা উচিত।"

এইরূপ এমাম নাবাবী, আজকারে-নাবাবীর ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

মাজমায়োল-বেহারের খাতেমা, ৫১২ পৃষ্ঠা,—

سئل نفع الله بما صورته جرت عادة الناس انهم اذا اعطوا طيا رياحين اوغيرها اوشموه ان يصلوا على النبى ﷺ او يستغفروا الله فهل لذلك اصل وما حكمه فاجاب بقوله و اما الصلوة على النبى صلعم عند ذلك و نحوه فلا اصل لها و مع ذلك فلا كراهية فى ذلك عندنا ☆

ছওয়াল -লোকদিগের অভ্যাস হইয়াছে যে, নিশ্চয় যখন তাহারা 'রায়হান' ইত্যাদি পুষ্প প্রদত্ত হইয়া থাকেন কিম্বা উহাদের ঘ্রাণ লইয়া থাকেন, তখন নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়িয়া থাকেন, কিম্বা আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিয়া থাকেন, ইহার কোন 'আছল' আছে কিনা? আর ইহার হুকুম কি?

জওয়াব, এইরূপ কোন সময়ে নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়ার কোন আছল নাই, ইহা সত্ত্বেও আমাদের নিকট উহা মকরুহ হইবে না।"

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী সাহেব মাছায়েলে আরবহিন কেতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وقت رخصت شدن برات مردمان برادری نوشہ را بطریق سلامی چیزی میدہند وہمچنین عروس را وقت رسیدن وی بخانہ نوشہ چیزے بطرز رونمائی میدہند این رسوم جائز است یا نہ؟

جواب در شریعت محمدی اصل این چیزہا یافتہ نمی شود مگر ظاہر حال این قسم چیزہا کہ دادن سلامی و رونمائی مباح باشد ☆

"বরযাত্রীদিগের বিদায় গ্রহণকালে আত্মীয় স্বজনেরা ছালামি ভাবে নওশাকে কিছু দিয়া থাকেন, এইরূপ বধুকে বরের বাটীতে উপস্থিত হওয়াকালে মুখ দেখা উপলক্ষে কিছু দিয়া থাকেন, এই রীতিনীতি জায়েজ হইবে কিনা? জওয়াব শরিয়তে-মোহাম্মদীতে এইরূপ বিষয়গুলির 'আছল' পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রকাশ্য অবস্থা এই যে, ছালামি দেওয়া মুখ দেখাই দেওয়া এইরূপ বিষয়গুলি জায়েজ হইবে।

মাওলানা -আশরাফ আলি থানাভী বেহেশতী-জেয়ারের ৬।৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

یہ جو دستور ہے کہ اگر قرآن مجید کسی کے ہاتھ سے گر پڑے تو اس کے برابر اناج تول کر دیتے ہیں یہ کوئی شرع کا حکم نہیں ہے یہ واقع میں اچھی مصلحت ہے ☆

"এইরূপ নিয়ম আছে যে, যদি কোরআন মজিদ কাহারও হাত হইতে পড়িয়া যায়, তবে উহার তুল্য আনাজ (গম, যব, চাউল ইত্যাদি) ওজন করিয়া দান করিয়া থাকেন, ইহা শরিয়তের কোন হুকুম নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।"

তফছিরে-এৎকান, ২।১৭২ পৃষ্ঠা,—

قال الشيخ عزّ الدين ابن عبدالسلام فی "القواعد" القيام للمصحف بدعة لم تعهد فی الصدر الاول والصواب ما قاله النبویّ فی "التبيان" من استحباب ذلک لما فيه من التعظيم☆

"শেখ এজ্জদ্দিন বেনে আবদুছ ছালাম "কাওয়াএদ কেতাবে বলিয়াছেন, কোরআন শরিফের জন্য দাঁড়ান বেদয়াত, প্রথম জামানাতে ইহা নিয়মিত হয় নাই, সত্য মত, উহার মোস্তাহাব হওয়া -যাহা নাবাবী 'তিবইয়ান' কেতাবে বলিয়াছেন, কেননা উহাতে কোরআন শরিফের তা'জিম হয়।"

চতুর্থ—মাওলানা তাজোল-ইছলাম সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহি ছাহেবের ফৎওয়াতে হজরত আব্দুল্লাহ বেনে মছউদ ছাহাবার হাদিছের ব্যাখ্যা উপলক্ষে মোল্লা আলি কারীর শরহে-মেশকাত হইতে যাহা উদ্ধৃত

করিয়াছেন, উহাতে গাঙ্গুহি ছাহেব কিছু তহরিফ করিয়াছেন, মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের ২য় খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال الطيبيّ وفيه ان من اصر على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر ☆

"তিনি বলিয়াছেন, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি কোন মোস্তাহাব কার্য্যের উপর হঠকারিতা প্রকাশ করে এবং উহাকে ওয়াজেব স্থির করিয়া লয় এবং রোখছতের উপর আমল না করে, নিশ্চয় শয়তান তাহাকে গোমরাহ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি বেদয়াত কিম্বা মন্দ কার্য্যের উপর হঠকারিতা প্রকাশ করে, তাহার অবস্থা কি হইবে?"

ইহা ত শাফেয়ি মজহাবধারি আল্লামা তিবির কথা, ইহা মোল্লা আলি কারি হানাফীর কথা নহে। মাওলানা গাঙ্গুহি ইহা গোপন করিয়া মোল্লা আলি কারির কথা বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন?

মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেব নিজেই শাফেয়ি মজহাবের আলেমের কথা পেশ করিতে নিষেধ করিয়া নিজে উহা পেশ করিলেন কেন? নবি (ছাঃ) নামাজ শেষ করিয়া কখন ডাহিন দিক্ হইতে চলিয়া যাইতেন, কখন বাম দিক হইতে চলিয়া যাইতেন, হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিতেছেন, কেবল ডাহিন দিক হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব (হক) জানিও না।।

মোল্লাহ আলি কারি মেরকাতের ২।১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فمن اعتقد ذلك فقد تابع الشيطان فى حقيقة ما ليس بحق عليه ☆

"যে ব্যক্তি ডাহিন দিক হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি যাহা তাহার উপর ওয়জেব নহে তাহা ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করাতে শয়তানের তাবেদারি করিল।"

আল্লামা এমাম বদরদ্দিন বোখারির টীকা আয়নির ৩।২১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وانما كره ابن مسعود ان يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين ☆

"ইহা ব্যতীত আর কিছু নহে যে, এবনো মছউদ (রাঃ) ডাহিন দিক্ হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা মকরুহ জানিয়াছেন।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবি 'আশেয়াতোল্লাময়াত' টীকার ১।৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اول را بر عزیمت حمل کرده اند که دروی تیامن است وفعل آن حضرت دراکثر احوال این چنین بود ولیکن ابن مسعود رض میگوید که ثانی اگرچه رخصت است وکم بود اما در سنت اعتقاد وجوب نباید گرفت واز ترخیص شارع اعراض نباید نمود ☆

"ডাহিন দিক হইতে চলিয়া যাওয়া 'আজিমাত' (عزیمت) স্থির করিয়াছেন, কেননা উহাতে ডাহিন দিক হইতে কার্য্য শুরু করা হয়। নবি (ছাঃ) এর কার্য্য অধিক ক্ষেত্রে এইরূপ ছিল, কিন্তু এবনো-মছউদ (রাঃ) বলেন, বাম দিক হইতে চলিয়া যাওয়া যদিও 'রোখছত' (رخصت) ও কম ছিল, কিন্তু ছুন্নতকে ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা চাই না এবং শরিয়ত প্রবর্ত্তকের 'রোখছত' দেওয়া হইতে বিমুখ হওয়া চাই না।

ইহাতে বুঝা যহিতেছে যে, ছুন্নত মোস্তাহাবকে ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা মকরুহ। যদি কেহ মোস্তাহাবকে মোস্তাহাব ধারণায় চিরকাল করে, তবে কি দোষ হইবে?

সর্ব্বদা লোকে নামাজের জবানি নিয়ত করিয়া থাকে, আজান ও একামতের মধ্যে 'তছবিহ' করিয়া থাকে, খোৎবার মধ্যে খলিফাগণের নামোচ্চরণ করিয়া থাকে, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকে, ইহাতে কি তৎসমস্তকে ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা সাব্যস্ত হয়?

মাদ্রাছাতে চেয়ার টেবিলে বসা, ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকা নির্দ্দিষ্ট বেতন লওয়া, নির্দ্দিষ্ট ছুটি মঞ্জুর করা ইত্যাদি সর্ব্বদা একই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎসমস্তকে কি ফরজ ওয়াজেব বলিয়া জানা হইবে?

ওজু গোছল, নামাজ ইত্যাদির মোস্তাহাবগুলি চিরকাল একই ভাবে আমল করা হইয়া থাকে, ইহাতে কি তৎসমস্ত ওয়াজেব হওয়ার ধারণা করা হয়?

কেয়ামকে লোকে চিরকাল মোস্তাহাব জানিয়া আলম করিয়া থাকে, ইহাতে ওয়াজেব ফরজ হওয়ার ধারণা হইবে কিরূপে?

এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন,—

الادب الخامس موافقة القوم فى القيام اذ قام واحد منهم فى وجد صادق من غير رياء تكلف او قام باختيار من غير اظهار وجد وقام له الجماعة فلا بد من الموافقة فذلك من آداب الصحبة ☆

পঞ্চম আদব, কেয়ামে জামাতের লোকের অনুসরণ করা যদি তাহাদের কেহ বিনা রিয়া ও বাহ্য আড়ম্বরে খাঁটী অজদসহ কেয়াম করে, কিম্বা অজদ প্রকাশ না করিয়া স্বেচ্ছায় কেয়াম করে আর জামায়াতের লোকেরা তাহার জন্য কেয়াম করে, তবে তাহাদের তাবেদারি করা জরুরী। ইহা সঙ্গলাভের আদব (রীতি)।

কেয়ামের মজলিশে কেহ কেয়াম না করিলে, যেহেতু সে মজলিশের আদবের খেলাফ করিল, এইহেতু তাহাকে তিরস্কার করা হয়, ইহাতে কেয়ামকে ওয়াজেব জানা সপ্রমাণ হয় না।

মৌলুদে বারজাঞ্জির ২৯ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে আছে, "কেবল অহাবী সম্প্রদায় কেয়ামে বার্কবিতণ্ডা করিয়া থাকে।"

যদি কেহ কেয়ামের মজলিশে কেয়াম না করে, তবে লোকে তাহাকে অহাবী ধারণায় তিরস্কার করিয়া থাকে, ইহাতে উহা ওয়াজেব জানা হয় না।

নামাজের পরে ছেজদা দেওয়া মকরুহ, কেননা সাধারণ লোকে উহা ছুন্নত কিম্বা ওয়াজেব ধারণা করিবে, মিলাদের কেয়ামকে এই ছেজদার উপর কেয়াছ করা বাতীল, কেননা মিলাদের কেয়াম ৬।৭ শত বৎসর হইতে বিনা এনকারে জারি আছে, ইহার উপর এজমা, তাওয়ারোছ (توارث) ও তায়ামোল (تعامل) হইয়াছে আর নামাজের পরে একটি ছেজদা করার উপর এজমা, তাওয়ারোছ ও তায়ামোল কিছু হয় নাই, কাজেই এইরূপ কেয়াছ বাতীল। জবানি নিয়ত, তরিকতের নিয়মগুলি, তছবিব, কোরআন শরিফে রুকু, ছেজদামোঞ্জেল, অকফ, ছুরাগুলির নাম ইত্যাদি পাছে লোকে ছুন্নত ওয়াজেব ধারণা করে, এইহেতু উহা মকরুহ হইল না কেন?

মাদ্রাছা ও খানকার নিয়ম কানুনগুলি, দেওবন্দ মাদ্রাসার দেস্তার বন্দীর উপর কেন এই হুকুম জারি করা হইল না?

মাওলানা থানাবী সাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ৪।৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'হজরত নবি (ছাঃ) মিলাদ শরিফ অমুক স্থানে হইতেছেন, কিরূপে জানিবেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ গায়েব জানে না। তাঁহার জীবদ্দশাতে কোন স্থানে সংবাদ লওয়ার জন্য পত্র ও পত্র বাহক পাঠাইতেন, যদি তিনি তথাকার সংবাদ জানিতেন, তবে এরূপ করার কি দরকার ছিল? মৃত্যুর অবস্থা অপেক্ষা জীবদ্দশার অবস্থা সমধিক উন্নত হইয়া থাকে, জীবদ্দশাতে যখন দূর পথের অবস্থা অবগত হইতে পারিতেন না, তখন মৃত্যুর পরে উহা অবগত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে?

আর এক সময়ে সহস্র স্থলে মিলাদ হইলে, সহস্র স্থলে তিনি কিরূপে উপস্থিত হইবেন? ইহাত খাস খোদার ছেফাত।"

ইহার উত্তর,—

ছুরা জেনে আছে,—

عالم الغيب فلا يظهر علىٰ غيبه احدا الا من ارتضىٰ من رسول ☆

"আল্লাহতায়ালা গায়েব জানেন, তিনি নিজের গায়েবের সংবাদ কাহাকেও প্রকাশ করেন না, কিন্তু যাহাকে রাছুল মনোনীত করিয়া লইয়াছেন (তাঁহার নিকট উহা প্রকাশ করেন)"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ রাছুলকে গায়েবের সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন।

আকায়েদে নাছাফির টীকা, ২৫০ পৃষ্ঠা,—

وبالجملة العلم بالغيب امر تفرد به الله تعالىٰ لا سبيل اليه للعباد الا باعلام منه او الهام بطريق المعجزة او الكرامة ☆

মূল কথা, গায়েবের এলম আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট ছেফাত, বান্দাগণের এসম্বন্ধে কোন অধিকার নাই, কিন্তু মো'জেজা ও কারামত স্বরূপ তিনি জানাইয়া দিলে কিম্বা এলহাম করিলে, (সম্ভব হইতে পারে)।

এরূপ শরহে-ফেকহে-আকবরে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা নবিগণকে মো'জেজা স্বরূপ ও অলিগণকে কারামত স্বরূপ জানাইয়া দিলে, তাঁহারা গায়েবে কথা জানিতে পারেন।

মেশকাতের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"আমর বেনে-আখতাব আনছারি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এক দিবস আমাদের সহিত ফজরের নামাজ পড়িয়া মিম্বরে আরোহণ করতঃ আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইলেন, এমন কি জোহরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। তৎপরে তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া নামাজ পড়িলেন, তৎপরে মিম্বরে উঠিয়া আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইলেন, এমন কি আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। পরে তিনি নামিয়া নামাজ পড়িয়া মিম্বরে উঠিলেন, এমন কি সূর্য্য ডুবিয়া গেল। হজরত (ছাঃ) কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহা কিছু সংঘঠিত হইবে, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন।— মোছলেম।

আরও এই মো'জেজার অধ্যায়ে হজরত বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন, যাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মেশকাত, ৭০ পৃষ্ঠা,—

فوضع كفه بين كتفے فوجدت بردها بين ثديي

فعلمت ما فى السموات والارض و تلا الخ ☆

"তৎপরে আল্লাহ বিশিষ্টভাবে আমার উপর অনুগ্রহ করিয়া ফয়েজ নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আমি তাঁহার অনুগ্রহে শান্তি নিজের অন্তরে অনুভব করিলাম, ইহার জন্য আমি আছমানসমূহে ও জমিনে যাহা কিছু

আছে, জানিতে পারিলাম। তৎপরে তিনি এই আয়াত পড়িলেন, "আর এইরূপ আমি এবরাহিমকে আছমান সকল ও জমিনের রাজত্ব দেখাইয়াছিলাম।"

মোল্লা আলি কারি 'মেরকাত' এর ১।৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال ابن حجرّای جمیع الكائنات التی فی السمٰوات بل

و ما فوقها و جمیع ما فی الارضین بل وما تحتها ☆

এবনো হাজার বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত (ছাঃ) কে সমস্ত আছমান, বরং তৎসমস্তের উপরে যাহা আছে, সাতটি জমিন, বরং তৎসমুদয়ের নিম্নে যাহা আছে, সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা অবগত করাইলেন।

"হজরত (ছাঃ) উক্ত আয়তটি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছিলেন, যেরূপ আল্লাহতায়ালা এবরাহিম (আঃ) কে আছমান সকল ও জমিনের রাজ্য দেখাইয়া ছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমার উপর গায়েব সকলের দ্বার উদঘাটন করিয়া ছিলেন।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আশেয়াতোল-লাময়াত' টীকার ১।৩ ৭ পৃষ্ঠা'য় লিখিয়াছেন,—

عبارت از حصول تامہ علوم جزوی وکلی واحاطہ آن ☆

"হজরত (ছাঃ) (আছমান ও জমিনের) সমস্ত 'জুজি' ও 'কুল্লি' এলম লাভ করিলেন এবং উহা আয়ত্ত করিলেন।"

মেশকাত, ৭২ পৃষ্ঠা,—

فتجلى لى كل شئ و عرفت ☆

"ইহাতে আমার পক্ষে প্রত্যেক বিষয় প্রকাশিত হইল এবং আমি উহার স্বরূপ অবগত হইলাম।"

আশেয়াতোল-লামায়াত, ১।৩৬৭ পৃষ্ঠা,—

روشن شد مرا ہر چیز از علوم ☆

"এলমগুলির প্রত্যেক বিষয় আমার পক্ষে উজ্জ্বল হইয়া পড়িল।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী মাদারেজোন্নবুয়ত এর ১।১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

چون برسیدم بعرش (الی) پس نزدیک شد بمن قطرہ از عرش واُفتاد بر زبان من۔۔۔ وحاصل شد مرا خبر اوّلین وآخرین وروشن گردانید دل مرا پس دیدم ہمہ چیز از بدل خود ودیدم از پس خود چنانکہ می دیدم از پیش ☆

"যখন আমি আরশের নিকট উপস্থিত হইলাম আরশের নিকট হইতে একটি বিন্দু আমার নিকট আসিয়া আমার মুখে পতিত হইল, আমার পক্ষে প্রাচীনদিগের ও পরবর্ত্তীদিগের সংবাদ আয়ত্ব হইয়া গেল অন্তরকে আলোকিত করিয়া দিল, ইহাতে আমি আমার অন্তরে সমস্ত দেখিতে পাইলাম এবং নিজের পশ্চাতের দিক্ হইতে দেখিলাম যেরূপ সম্মুখের দিক্ হইতে দেখিতে ছিলাম।

আরও ১৬৮ পৃষ্ঠা,—

پس داد مرا علم اوّلین وآخرین وتعلیم کرد انواع علم را علمی بود کہ عہد گرفت از من کتمان آنرا کہ با ہیچکس نگویم وہیچکس طاقت برداشتن آن ندارد جز من وعلمی دیگر بود کہ مخیر گردانید در اظہار وکتمان آن وعلمی بود کہ امر کرد مرا بتبلیغ آن بخاص وعام از امت من ☆

"তৎপরে খোদা আমাকে প্রাচীনদিগের ও পরবর্ত্তীদিগের এলম প্রদান করিলেন এবং কয়েক প্রকার এলম শিক্ষা দিলেন এক প্রকার এলম এরূপ ছিল যে, উহা গোপন করিতে আমার নিকট অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছেন, যেন আমি কোন লোককে উহা না বলি। আমা ব্যতীত কোন ব্যক্তি উহা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয় প্রকার এলম উহা প্রকাশ করা ও গোপন করা আমার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করিয়া ছিলেন। আর এক প্রকার এলম আমলকে আমার উম্মতের আম ও খাস সকলের নিকট পৌঁছাইতে আমার উপর আদেশ করিয়াছিলেন।

তফছিরে- হোছায়নি,১।১১৫,—

و علمک ما لم تکن تعلم ۔ درآموزانیدہ است ترا آنچہ نبودی کہ بخود بدانی از خفیات امور و مکنونات ضمائر در بحر الحقائق میفرماید کہ آن علم ما کان و ما یکون است کہ حق سبحانہ در شب اسرٰی بدان حضرت عطا فرمود چنانچہ در احادیث معراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرش بودم قطرہ در حلق من ریختند فعلمت بہا ما کان و ما یکون ☆

আর তুমি যে গুপ্ত বিষয়গুলি ও অন্তর সমূহের গুপ্ত তত্ত্বগুলি নিজে জানিতেন না, তাহা খোদা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাহারোল-হাকায়েকে বর্ণিত হইয়াছে, উহা ভূত ও ভবিষ্যতের এলম—যাহা আল্লাহপাক উক্ত হজরতকে মে'রাজের রাত্রে দান করিয়াছিলেন, যথা—মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিছগুলিতে আছে যে, আমি আরশের নীচে ছিলাম, একটি বিন্দু আমার গলদেশে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আমি ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয় শিক্ষা প্রদত্ত হইলাম।"

তফছিরে-রুহোল বায়ান, ১।৪৯০ পৃষ্ঠা,—

(و علمک) بالوحی من الغیب و خفیات الامور (ما لم تکن تعلم) ذلک الی وقت التعلیم ☆

"আর আল্লাহ্ অহি দ্বারা গায়েব ও গুপ্ত বিষয়গুলি তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তুমি শিক্ষা করার (পূর্ব্ব) পর্য্যন্ত জানিতেন না।"

আবু দাউদ, ২।২২৮ পৃষ্ঠা,—

ان ربی زوی لی الارض فرأیت مشارقها و مغار بها ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার জন্য জমিতে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশ দেখিয়া লইয়া ছিলাম।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ২।১৯২ পৃষ্ঠা,—

ان الله قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیها و الی ما هو کائن فیها الی یوم القیامة کانما انظرالی کفی هذه ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার জন্য দুনইয়াকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, আমি উহার দিকে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহা কিছু সংঘঠিত হইবে তাহা দেখিতেছি, যেন আমি তৎসমস্ত এই তালুর মধ্যে অবস্থিত।

আয়নি, ৭।৫৭৪ পৃষ্ঠা,—

وهو الذی کان یخبر النبی صلعم بالمغیبات فکان علما من اعلام نبوته ☆

"তিনিই (হজরত জিবরাইল) নবি (ছাঃ) কে অদৃশ্য বিষয় গুলি অবগত করাইয়া দিতেন, ইহা তাঁহার নবুয়তের চিহ্নগুলির মধ্যে অন্যতম।"

তফছিরে-খাজেন, ২।২৬৬ পৃষ্ঠা,—

فان قلت قد اخبر صلعم عن المغيبات و قد جاءت احاديث فى الصحيح بذلك و هو من اعظم معجزاته صلعم فكيف الجمع بينه وبين قوله و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير قلت يحتمل ان يكون قاله صلعم على سبيل التواضع و الادب و المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعنى الله عليه و يقدره لى و يحتمل ان يكون قال ذلك قبل ان يطلعه الله عزوجل على الغيب فلما اطلعه الله عز و جل اخبر به كما قال تعالى " فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضىٰ من رسول "☆

"যদি তুমি বল, নবি (ছাঃ) অদৃশ্য বিষয়গুলি সংবাদ দিয়াছেন, ছহিহ কেতাবে এই সংক্রান্ত অনেক হাদিছ আসিয়াছে, আর ইহা হজরতের বৃহৎ মো'জেজা কাজেই ইহার মধ্যে এবং হজরতের গায়েব না জানা সংক্রান্ত আয়তের মধ্যে সমতা রক্ষা হইবে কিরূপে?

ইহার এক উত্তর এই যে, নবি (ছাঃ) ইহা নম্রতা ও আদবের জন্য বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ এই যে, আমি গায়েব জানি না, কিন্তু আল্লাহ

আমাকে উহা অবগত করাইয়া থাকেন, এবং আমাকে উহার ক্ষমতা দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, আল্লাহ কর্ত্তৃক গায়েবের সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বে তিনি ইহা বলিয়া ছিলেন, তৎপরে আল্লাহ তাঁহাকে গায়েব অবগত করাইয়া দিলেন, তিনি উহার সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, যেরূপ ছুরা জ্বেনের আয়তে তাঁহাকে গায়েবের সংবাদ জানাইবার কথা আছে।

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ১।৬৩৫ পৃষ্ঠা,—

و لا اعلم الغيب فانه صلعم كان يخبر عما مضى و عما سيكون باعلام الحق و قد قال (عليه السلام) ليلة المعراج قطرت فى حلقى قطرة علمت ما كان و ما سيكون فمن قال ان نبى الله لا يعلم الغيب فقد اخطأ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি গায়েব জানি না, কেননা তিনি আল্লাহতায়ালার অবগত করান হেতু ভূত ও ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন। আরও হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে আমার গলদেশে একটি বিন্দু নিক্ষিপ্ত হইল, ইহাতে আমি ভূত ও ভবিষ্যতের সংবাদ অবগত হইলাম। কাজেই যে ব্যক্তি বলিয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার নবী গায়েব জানেন না, সে ব্যক্তি সত্য ভ্রম করিয়াছে।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানভী ছাহেবে হেফাজাল ইমান কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید وعمرو بلکہ ہر صبی و

مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اسکا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے ☆

"নবি (ছাঃ) এর গায়েব জানার অর্থ কতক গায়েব, কিম্বা সমস্ত গায়েব যদি কতক এলমে-গায়েব অর্থ হয়, তবে নবি (ছাঃ) এর বিশেষত্ব কি আছে? এইরূপ এলমে-গায়েব জায়েদ, ওমার বরং বালক, উন্মাদ, বরং সমস্ত পশু ও চতুষ্পদের আছে। আর যদি সমস্ত এলমে গায়েব অর্থ হয়, তবে ইহার বাতীল হওয়া নকলি ও আকলি দলীল কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে।"

এস্থলে মাওলানা থানাভী ছাহেব জায়েদ, ওমার বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিলেন, আল্লাহাতায়ালা অহি, এলম ও কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক যাহাকে সমস্ত আছমান, জমি, ভূত, ভবিষ্যতের, প্রাচীন ও পরবর্ত্তীদিগের এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁহার এলমের সহিত্র উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়ায় তাঁহার অবজ্ঞা ও অবমাননাকরা হইল কি না? এজন্য হিন্দুস্তানের আলেমগণ তাঁহার উপর যে ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

আল্লামা-কোস্তোলানি 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'র ২।৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

و لا شک ان حیلة الانبیاء علیهم الصلوة و السلام ثابتة معلومة مستمرة و نبینا صلی الله علیه و سلم افضلهم و اذا کان کذلک فینبغی ان تکون حیاته صلعم اکمل و اتم من حیلة سائر هم ولا ریب ان حاله صلعم فی البرزخ افضل واکمل من حال الملائکة هذا و سیدنا عزرائیل علیه الصلاة

و السلام يقبض مائة الف روح فى آن واحد و لا يشغله قبض عن قبض وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى على التسبيح و التقديس فنبينا صلعم حى يصلى يعبد ربه و يشاهده

"নিশ্চয় নবিগণের জীবিত থাকা প্রমাণিত, সর্বজন বিদিত ও স্থায়ী, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর আমাদের নবি (ছাঃ) তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আর যখন ইহা প্রমাণিত হইল, তখন নবি (ছাঃ) এর হায়াত অন্য নবিগণের হায়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও সমুন্নত। আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নবি (ছাঃ) এর অবস্থা 'বারজোখে' (গোরে) ফেরেশতাগণের অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও সমধিক কামেল। ইহা স্মরণ করিয়া রাখ। আমাদের সৈয়দ আজরাইল (আঃ) এক নিমেষে লক্ষ লক্ষ প্রাণ কবজ করিয়া থাকেন, একটি প্রাণনাশ অন্য প্রাণনাশের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া থাকে না, ইহা সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালার এবাদতে নিমগ্ন, তছবিহ ও তকদিছ পাঠের অগ্রগামী, কাজেই আমাদের নবি (ছাঃ) জীবিত, নামাজ পড়িয়া থাকেন, নিজের প্রতিপালকের এবাদত করিতেছেন ও তাঁহার মোশহাদা করিতেছেন।

আল্লামা জারকানি 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার টীকার ৫।৩৩২।৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

انه حىّ فى قبره يصلّى فيه باذان واقامة و كذلك الا نبياء احياء فى قبورهم يصلون روى احمدٌ ومسلمٌ و النسائىّ ان النبى صلعم قال مررت على موسى ليلة اسرى بى عند

الكثيب الاحمر و هو قائم يصلي في قبره و قد حكى ابن زبالة و ابن النجار ان الاذان ترك في ايام الحرة ثلاثة ايام و خرج الناس و سعيد بن المسيب في المسجد قال سعيد فاستوحشت فدنوت من القبر فلما حضرت الظهر سمعت الاذان في القبر فصليت الظهر ثم مضى ذلك الاذان و الاقامة في القبر لكل صلوة حتى مضت الثلاث ليال و قد ثبت ان الا نبياء يحجّون ويلبون ☆

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) গোরে জীবিত আছেন, উহার মধ্যে আজান ও একামতের সহিত নামাজ পড়িয়া থাকেন। এইরূপ নবিগণ গোরে জীবিত আছেন, নামাজ পড়িয়া থাকেন। অহমদ, মোছলেম ও নাছায়ি রেওয়াএত করিয়াছেন, সত্যই নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাত্রে আমি লাল বর্ণের বালুস্তুপের নিকট (হজরত) মুছা (আঃ) কে দেখিতে পাইলাম, তিনি নিজ গোরে নামাজ পড়িতেছেন। এবনো-জোবালা ও এবনো নাজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, 'হার্র' যুদ্ধের সময় তিন দিবস (মছজেদে নাবাবীতে) আজান দেওয়া হইয়াছিল না, লোকেরা (মছজিদ হইতে) বাহির হইয়া গিয়াছিল, ছইদ-বেনে-মোছাইয়েব মছজিদে ছিলেন। ছইদ বলিয়াছেন, আমি ত্রাসিত হইয়া গোরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। জোহরের সময় উপস্থিত হইলে, গোরের মধ্য হইতে আজান শুনা গেল, আমি জোহর পড়িলাম, এইরূপ তিন দিবস গত হইল, প্রত্যেক নামাজের জন্য গোরের মধ্যে আজান ও একামত হইত।

এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবিগণ হজ্ব করিয়া থাকেন ও লাব্বায়কা বলিয়া থাকেন।

মেশকাতের ৫০৮ পৃষ্ঠায় মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) আরজোক নামক উপত্যকাতে হজরত মুছা (আঃ) কে এবং হোরছা কিম্বা লেফ্‌ত নামক ঘাঁটীতে হজরত ইউনুছ (আঃ) কে লাব্বায়কা বলিতে শুনিয়াছিলেন।

আরও জারকানি, ৬।৭২ পৃষ্ঠা,—

"নবি (ছাঃ) নবিগণকে আছমানে ও বয়তুল-মোকাদ্দছে কি অবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদের রুহকে দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ রুহগুলির রুহানি জগতে আকৃতিধারি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আর কেহ কেহ বলেন তাঁহাদিগকে সশরীরে দেখিয়াছিলেন।"

আরও উহার ৭৩ পৃষ্ঠা—

নবিগণ গোরে বাস্তব (হাকীকি) হায়াত সহ জীবিত আছেন, পানাহার করিয়া থাকেন, ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।"

আরও জারকানি, ৫।৩৩৪।৩৩৫ পৃষ্ঠা,—

"কোরতবি বলিয়াছেন, মৃত্যুর অর্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে পরিবর্ত্তিত হওয়া, ইহার প্রমাণ এই যে, শহিদগণ নিহত হওয়ার পরে আল্লাহতায়ালার নিকট জীবিত হন, রুজি প্রাপ্ত হন, আনন্দিত হন, সুসংবাদ প্রদান করেন, ইহা দুনইয়াতে জীবিতদিগের অবস্থা, যখন ইহা শহিদগণের অবস্থা হইল, তখন নবিগণের অবস্থা ইহা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হইবে। ছহিহ ছনদে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমি নবিগণের শরীরকে নষ্ট করিতে পারে না। আরও নবি (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে বয়তুল-মোকাদ্দাছে ও আছমানে নবিগণের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) কে গোরে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন, আরও তিনি সংবাদ

দিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যেক ছালাম কারির ছালামের জওয়াব দিয়া থাকেন, ইহাতে নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ হয় যে, নবিগণের মৃত্যুর অর্থ এই যে, তাঁহারা আমাদিগ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, যদিও তাঁহারা জীবিত আছেন, আমাদের কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যে অলিগণকে আল্লাহ বিশিষ্ট কারামত দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। নবিগণের বিচরণ স্থল আছে, যথাতথা ইচ্ছা করেন গমন করিয়া থাকেন, তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানাভী সাহেব 'হোবুর' পুস্তকের ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"নবি (ছাঃ) রুহ ও শরীরসহ গোরে অবস্থিতি করিতেছেন, কেননা তিনি গোরে জীবিত আছেন, প্রায় সমস্ত সত্য পরায়ণ সম্প্রদায় এসম্বন্ধে এক মতাবলম্বী, ছাহাবাগণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, হাদিছে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নবি নিজ গোরে জীবিত, তিনি রুজি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাকে হায়াতে-বারজোখিয়া বলা হয়। সাধারণ মুছলমানদিগের চেয়ে শহিদগণের হায়াত-বারজোখিয়া প্রবল, এইহেতু জমি তাঁহাদের লাশ নষ্ট করিতে পারে না। নবিগণের হায়াতে-বারজোখিয়া শহিদগণের হায়াত অপেক্ষা শক্তিশালী, এইহেতু জমি তাঁহাদের শরীর নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের স্ত্রীগণের অন্য লোকদিগের সহিত নেকাহ জায়েজ হয় না, তাঁহাদের সম্পত্তির ফারাএজি সত্ত্ব হয় না, অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। মদিনার ইতিহাসে আছে, হজরতের এন্তেকালের কয়েক শতাব্দী পরে দুইটি লোক হজরতের শরীরকে গোর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গ খনন করিতে লাগিল, হজরত (ছাঃ) সেই জামানার বাদশাহ (নুরুদ্দিন শহিদ) কে স্বপ্নে এই অবস্থা অবগত করাইয়া দেন, উক্ত দুইটি লোকের আকৃতি দেখাইয়া দেন, সুলতান

মদিনা শরিফে গিয়া সেই লোক দুইটিকে ধরিয়া ফেলেন এবং গোরের চারিদিকে শিশা গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেন।"

আরও জারকানি, ১।৮ পৃষ্ঠা,—

انه لا يمتنع رؤية ذاته عليه الصلوة والسلام بجسده و روحه و ذلك لانه و سائر الانبياء صلعم ردت اليهم ارواحهم بعد ماقبضوا واذن لهم فى الخروج من قبورهم للتصرف فى الملكوت العلوى و السفلى ☆

"নবি (ছাঃ) এর জাত মোবারক রুহ ও শরীরসহ দৃষ্টিগোচর হওয়া। অসম্ভব নহে, কেননা তাঁহার ও অবশিষ্ট নবিগণের রুহ কবজ করার পরে তাঁহাদের দেহে উহা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীক জগতে ও দুনইয়াতে কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গোর হইতে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ৪।৪২৮ পৃষ্ঠা,—

قال الامام الغَزَالى رحمه اللّٰه تعالىٰ والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى اللّٰه عنهم لقد راه كثيرمن الاولياء ☆

"এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণের রুহ সহ সমস্ত আলমে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন, নিশ্চয় বহু অলি তাঁহাকে দেখিয়াছেন।"

আরও ৪।৫৭২ পৃষ্ঠা,—

ثم ان النفوس الشريفة لا يبعد ان يظهر منها اثار فى هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الا بدان اولا فتكون مدبرات ..... (الى) فاذا كانت التد بير يد الروح و هو فى هذا الموطن فكذا اذا انتقل منه الى البرزخ بل هو بعد مفارقة البدن اشد تاثيرا وتدبيرا لان الجسد حجاب فى الجملة ☆

"পাক আত্মাগুলি কর্ত্তৃক এই জগতে কতকগুলি কার্য্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে, শরীর সহ হউক, কিম্বা শরীর হইতে পৃথক হইয়া হউক, তখন তৎসমস্ত 'মোদাব্বেরাত' এর অন্তর্গত হইয়া থাকে। যখন এই দুনইয়াতে কার্য্য পরিচালনা রুহের দ্বারা হইয়া থাকে, তখন উক্ত রুহ 'বরজোখে' (গোরে) এন্তেকাল করিলে, উহা হইয়া থাকে, বরং শরীর ত্যাগ করার পরে সমধিক তাঁছির সম্পাদন ও কার্য্য পরিচালক হইয়া থাকে, কেননা শরীর কতকাংশ পর্দ্দা স্বরূপ থাকে। শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ সাহেব 'ফইউজোল-হারামএন' এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و رأيته صلعم فى اكثر الامور يبدى لى صورته الكريمة التى كان عليها مرة لبعدمرة انى طامح الهمة الى رو حانيته لاالى جسمانيته صلعم فتفطنت ان له خاصية من تقويم روحه بصورة جسده عليه الصلوة والسلام و انه الذى اشار اليه

بقوله ان الانبياء لا يموتون و انهم يصلون و يحجون فى قبورهم وانهم احياء الى غير ذلك ☆

আমি নবি (ছাঃ) কে বারম্বার দেখিয়াছি, তিনি আমার নিকট নিজের আছল আকৃতি প্রকাশ করিতেন, যদিও আমার পূর্ণ আকাঙ্খা ছিল যে, আমি তাঁহাকে সশরীরে না দেখিয়া রুহানি ছুরতে দেখি, আমি জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে যে, নিজের রুহকে আকৃতিধারী করিতে পারেন, ইহার দিকে হজরত ইশারা করিয়াছেন যে, নবিগণ মরেন না, তাঁহারা নিজেদের গোরে নামাজ পড়িয়া থাকেন ও হজ্ব করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা জীবিত।"

আরও শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'দোর্রোছ-ছমিনে'র ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اخبرنى سيدى الوالد قال اخبرنى شيخى السيد عبد الله القارى قال حفظت القرآن على قارئ زاهد كان يسكن فى البرية فبينا نحن نتدارس القرآن اذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم فاستمع قرآة القارى و قال بارك الله اديت حق القرآن ثم رجع وجاء رجل آخر بذلك الزىّ فا خبران النبى صلعم اخبرهم البارحة انه سيذهب الى البرية الفلانية لاستماع قرأة القارى هناك فعلمنا ان السيد الذى كان يقدمهم هو النبى صلعم قال و قد رأيته بعينى هاتين ☆

"আমাকে আমার শিক্ষক সৈয়দ ওয়ালেদ সংবাদ বলিয়াছেন, তিনি বলেন, আমার শিক্ষক সৈয়দ আবদুল্লাহ কারি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি একজন সংসার বিরাগী কারির নিকট কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তিনি ময়দানে বাস করিতেন। আমরা কোরআন দওরা শুনাইতে ছিলাম, এমতাবস্থায় একদল আরব আগমন করিলেন, তাঁহাদের নেতা তাহাদের অগ্রগামী ছিলেন, তিনি কারির, কোরআন পড়া শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা বরকত দিন তুমি কোরআনের হক আদায় করিয়াছ। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর অন্য এক ব্যক্তি উক্ত প্রকার পোষাকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, গত রাত্রে নবি (ছাঃ) তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তিনি কারির কোরাণ পাঠ শ্রবণ করার জন্য অমুক ময়দানে গমন করিবেন। ইহাতে আমি জানিলাম যে, নেতা তাহাদের অগ্রগামী ছিলেন তিনি নবি (ছাঃ)। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার এই দুই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছি। এমাম জলালুদ্দিন ছিউতি 'এস্তেবাহোল-আজকিয়াতে লিখিয়াছেন।

النظر فی اعمال امته و الا ستغفار لهم من السيات و الدعاء بكشف البلاء عنهم و التر د د فی اقطار الارض بحلول البر كة فيها و حضور جنازة من مات من صالحی امته فان هذه الامور من اشغاله كما وردت بذلك الاحاديث والآثار ☆

"হাদিস ও ছাহাবাগণের কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নবি (ছাঃ) উম্মতের আমলগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাদের জন্য গোনাহগুলি মাফ চাহিয়া থাকেন, তাহাদিগ হইতে বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোওয়া

করেন, বরকত বিতরণ হেতু জমির সমস্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং নিজের উম্মতের কোন নেককার লোক মরিলে, তাহার জানাজাতে উপস্থিত হন, কেননা (বরজোখে) তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য নির্দ্ধারিত আছে।"

হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব মকতুবাতের ১।৩৬৫ পৃষ্ঠায় (২৮২ মকতুবে) লিখিয়াছেন,—

امروز در حلقه بامدادی بینم که حضرت الیاس و حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوۃ والتسلیمات بصورت روحانیان حاضر شدند و به تلقی روحانی حضرت خضر فرمودند که ما از عالم ارواحیم حضرت حق سبحانه وتعالیٰ ارواح ما را قدرت کامله عطا فرموده است که بصورت اجسام متمثل شده کارهای که از اجسام بوقوع می آید از ارواح ما صدور می یابد ☆

"অদ্য ফজরের হালাকাতে দেখিতে পাইলাম যে, হজরত ইলইয়াছ ও হজরত খাজের (আঃ) রুহানিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং রুহানি সাক্ষাতে হজরত খাজের বলিলেন, আমরা রুহানি জগতের মানুষ। হজরত হকতায়ালা—আমাদের রুহকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, আকৃতিধারী হইয়া দেহগুলি দ্বারা যে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে তৎসমস্ত আমাদের রুহ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

আরও তিনি উহার ১।২৩০ পৃষ্ঠায় (২২০ মকতুবে) লিখিয়াছেন,-

درین اثنا عنایت خداوندی دررسید و حقیقت معامله را کما ینبغی وانمود روحانیت حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوۃ که رحمت عالمیان است درین وقت حضور ارزانی فرمود و تسلی خاطر حزین نمود ☆

এমতাবস্থায় খোদার অনুগ্রহ উপস্থিত হইল, প্রকৃত ঘটনাটি উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়া দিল, জগদ্বাসিদিগের রহমত হজরত খাতেমোল-আম্বিয়ার রুহানি ছুরত সেই সময় আগমন করতঃ চিন্তাযুক্ত অন্তরকে শান্তি প্রদান করিল।"

ছেরাতোল-মোস্তাকিম, ১৫১ পৃষ্ঠা,—

روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین وجناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشان گردیدہ ☆

হজরত পীর ছাহেব ও হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ সাহেবের পাক রুহ হজরত সৈয়দ ছাহেবের অবস্থার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়াছিল। এমাম জালালদ্দিন ছিউতি 'মোহিম্মাতোল-মায়ারেফ' কেতাবে লিখিয়াছেন,—

فنبينا صلى الله عليه وسلم يتصرف ويسير بجسده وروحه حيث شاء فى اقطار الارض وفى الملكوت وانه مغيب عن الابصار كما غيب الملائكة فاذا رفع الله الحجاب عمن اراد اكرامه برؤيته رآه على هيئته التى هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعى الى التخصيص برؤية المثال ☆

"আমাদের নবি (ছাঃ) জমির অঞ্চলসমূহে ও আছমানে যে স্থানে ইচ্ছা করেন রুহ ও শরীরসহ কার্য্য পরিচালনা করেন ও ভ্রমণ করেন। আর তিনি (লোকদিগের) চক্ষু হইতে অদৃশ্য থাকেন, যেরূপ ফেরেশতাগণ অদৃশ্য থাকেন, আল্লাহ যাহাকে তাঁহার জিয়ারত দ্বারা

গৌরাবন্বিত করিতে ইচ্ছা করেন, যখন তাহা হইতে পর্দ্দা দূরীভূত করেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার আছলি ছুরতে দেকিয়া থাকেন, ইহা অসম্ভব নহে। মেছালি ছুরত বলিয়া অর্থ প্রকাশ করার দরকার নাই।"

মাদারেজ্জোন-নবুয়ত ২য় ভাগ,—

بعد از ثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد ازان گویند کہ حق تعالی جسد شریف را حالتی وقدرتی بخشیدہ است کہ در مکانیکہ خواہد تشریف بخشد خواہ بعینہ یا بمثال خواہ بر آسمان یا بر زمین خواہ در قبر یا غیروی صورتی دارد با وجود ثبوت نسبت خاص بقبر در ہمہ حال ☆

"প্রকৃত বাস্তব পার্থিব হায়াত সপ্রমাণ হওয়ার পরে যদি বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরতের দেহ মোবারককে এইরূপ অবস্থা ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সশরীরে হউক, আর আত্মিক আকৃতিতে হউক, আছমানে হউক, আর জমিনে হউক, গোরে হউক, আর অন্য স্থানে হউক যে স্থানে ইচ্ছা করেন, শুভাগমন করেন, তবে এই জওয়াব সম্ভব, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক অবস্থাতে গোরে তাঁহার খাস সম্বন্ধ থাকে।

এমাম জালালদ্দিন ছিউতি 'শরহোছ ছুদুরে' লিখিয়াছেন,—

اما مشاهدة حضوره صلى الله عليه و سلم فقد اخبر نى الثقات من اهل الصلاح انهم شاهدوه صلى الله عليه و سلم مرارا قرأة المولد الشريف و عند ختم القرآن ☆

"হজরতের শুভাগমণ দর্শন করার বিবরণ এই যে, আমাকে কতকগুলি নেককার বিশ্বাসী লোক সংবাদ দিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারা কহবার

মিলাদ শরিফ পাঠ ও কোরআন খতম করা কালে হজরত (ছাঃ) কে দেখিয়াছেন।"

জারকানি, ৫।২৭৫ পৃষ্ঠা,—

তওছিকে-ওরাল ইছলাম, বাহজাতোন,-নফুছ, রওজোর রায়াহীন ইত্যাদি কেতাবে কতক বোজর্গ কর্ত্তৃক হজরত নবি (ছাঃ) কে সচক্ষে চৈতন্যাবস্থাতে দেখার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, একদল লোক প্রথমে হজরত (ছাঃ) কে স্বপ্ন, তৎপরে চৈতন্যাবস্থাতে দেখিয়া কতগুলি জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে হজরত উহা মীমাংসিত হওয়ার উপর প্রকাশ করেন, অবিকল সেইরূপ সংঘটিত হইয়াছিল। শেখ আবুছউদ প্রত্যেক নামাজের পরে হজরতের সহিত মোছাফাহা করিতেন। আলি বেনে ছাইয়েদি বলেন, আমি নবি (ছাঃ) কে চৈতন্যাবস্থাতে দেখিতে পাইলাম তাঁহার পরিধেয় তুলার সাদা পিরহান ছিল, তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কোরআন পড়, আমি ছুরা দোহা ও এনশেরাহ পড়িলাম, তৎপরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তৎপরে আমার ২১ বৎসর বয়স হইলে, কোরাফাতে ফজরের নামাজ শুরু করিলে, নবি (ছাঃ) কে নিজের সম্মুখেরদিকে দেখিতে পাইলাম, তিনি আমার সহিত মোয়ানাকা করিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নেয়ামতের বর্ণনা কর। সেই হইতে আমার রসনা হইতে হেকতম ও মা'রেফাতেরকথা প্রকাশ হইতে থাকে। সৈয়দ নুরদ্দিন হজরতের মাজার শরিফ জিয়ারত কালে জওয়াব শুনিতে পান, হে আমার পুত্র আলায়কাছ-ছালাম।

বদর হাছান বলেন, পীর অলিগণের চৈতন্য অবস্থাতে হজরতের জিয়ারত অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে।

আশেয়া'তোললামায়াত ৩। ৬৮৪ পৃষ্ঠা,—

হজরত বড় পীর ছাহেব চৈতন্যাবস্থাতে নবি (ছাঃ)কে ওয়াজের মজলিশে দর্শন করিয়াছিলেন।

মিজানে-শায়ারাণি, ১ ।৩৮ ।৩৯ পৃষ্ঠা,—

অনেক পীর চৈতন্যবস্থাতে- হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাদিছ কিম্বা মছলার তদন্ত করিতেন, সৈয়দ শেখ আবদুর রহিম কানাবি, শেখ আবুমদিন মগরেবি, সৈয়দ আবুছউদ, শেখ এবরাহিম দছুকি, শেখ আবুল হাছান শাজেলি, সেখ আবুল আব্বাছ মারছি, শেখ এবরাহিম মুৎবুলি, শেখ জালালদ্দিন ছিউতি ও শেখ আহমদ জওয়াবির নাম উল্লেখযোগ্য।

এমাম জালালদ্দিন ছিউতি চৈতন্যাবস্থাতে ৭৫ বার হজরত নবি (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাদিছ সমূহের ছহিহ জইফ নির্ণয় করিয়া লইয়াছিলেন।

শেখ আবুল হাছান শাজেলি, শেখ আবুল আব্বাছ মারছি প্রভৃতি বলিতেন, যদি এক পলকের নিমিত্ত হজরতের জিয়ারত আমা দিক্ হইতে রহিত হইয়া যাইত, তবে আমরা নিজেদিগকে মুছলমান বলিয়া গণ্য করিতাম না।”

এমাম গাজ্জালী 'মোনকেজ মেনাদ্দালাল'এর ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

انهم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وارواح الانبياء و

يسمعون منهم اصواتا و يقتبسون منهم فوائد ☆

“নিশ্চয় তরিকতপন্থিগণ চৈতন্যবস্থাতে ফেরেশতাগণ ও নবিগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনেক ফাএদা লাভ করিয়া থাকেন।”

ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) ওয়াজ, মিলাদ ও কোরআন পাঠের মজলিশে কখন কখন শুভাগমন করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা করিলে, তিনি এক সময়ে বহু মজলিশে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহা তাঁহার মো'জেজা।”

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাত শরিফের ১।২২২ পৃষ্ঠায় (২১৬ মকতুবে) লিখিয়াছেন,—

اولیاء کہ صاحب علم وکشف اند جائز ہست کہ بر بعضی از خوارق خود اطلاع
پیدا کنند بلکہ صور مثالیہ ایشان را در امکنہ متعددہ ظہور سازند و در مسافات
بعیدہ کار ہای عجیبہ وغریبہ ازان صور بظہور آرند کہ صاحب آن صور را از انہا
اصلا اطلاع نیست ☆

"এলম ও কাশফে শক্তি সম্পন্ন অলিগণের পক্ষে সম্ভব যে, নিজেদের কতক কারামত সম্বন্ধে অবগত থাকেন। বরং তাঁহাদের আত্মীক আকৃতিগুলিকে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বহুদুর পথে উক্ত আকৃতিগুলি কর্ত্তৃক আশ্চর্য্যজনক ও বিষ্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন, উক্ত অলিগণ এসম্বন্ধে সংবাদ রাখেন না।"

Oঞ্চ মকতুবাত, ২।১১৫ পৃষ্ঠা (৫৮ মকতুব),—

ہرگاہ جنیان را بتقدیر اللہ سبحانہ این قدرت بود کہ متشکل باشکال گشتہ
اعمال غریبہ بوقوع آرند ارواح اکمل را اگر این قدرت عطا فرمایند چہ محل
تعجب است و چہ احتیاج ببدن دیگر از این قبیلہ است آنچہ از بعضے اولیاء اللہ
نقل میکنند کہ در یک ساعت در امکنہ متعددہ حاضر می گردند و افعال متباینہ بو
قوع می آرند اینجا نیز لطائف ایشان متجسد باجساد مختلفہ و متشکل باشکال متباینہ
میگردند الخ ☆

যখন আল্লাহতায়ালার নির্দ্দেশ অনুসারে জ্বেনদিগের এইরূপ শক্তি আছে যে, বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া বিষ্ময়কর ব্যাপার সকল ঘটাইয়া থাকে, তখন যদি কামেল রুহদিগকে এইরূপ শক্তি প্রদান করেন, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? অন্য শরীরের আবশ্যক কি? কতক ওলি হইতে যাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাও এই পর্য্যায় ভুক্ত, উহা এই যে, একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং বিপরীত বিপরীত কার্য্যকলাপ করিয়া থাকেন, এস্থলে তাঁহাদের লতিফাগুলি বিভিন্ন শরীর ও বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ এক বোজর্গ হিন্দুস্তানে অবস্থিতি করেন এবং তথা হইতে বহির্গত না হইয়া থাকেন, একদল লোক মক্কা মোয়াজ্জামা হইতে আসিয়া বলিয়া থাকেন যে, আমরা উক্ত বোজর্গকে কা'বার হেরম শরিফে দেখিয়াছি, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে এইরূপ এইরূপ ঘটিয়াছে । আর একদল বর্ণনা করেন যে, আমরা তাঁহাকে রুম শহরে দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে একদল বাগদাদে দেখিয়াছেন। উক্ত বোজর্গের লতিফাগুলি বিভিন্ন আকৃতি ধরিয়া এইরূপ করিয়াছে।

এইরূপ এক রাত্রে সহস্র ব্যক্তি নবি (ছাঃ) কে বিভিন্ন আকৃতি সমূহের স্বপ্ন-যোগেদেখিয়া থাকেন এবং শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, এই সমস্ত নবি (ছাঃ)-এর লতিফাগুলির আত্মিক আকৃতি সমূহে পরিবর্ত্তিত হওয়ার জন্য হইয়া থাকে।

মোল্লা আলী কারি 'শেফা' কেতাবের টীকার ২।১১৬।১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

(قال عمرو بن دينار) (فى قوله) فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم) اى على اهليكم (قال ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام على النبى و رحمة الله و بر كاته) اى لان روحه عليه السلام حاضر فى بيوت اهل الاسلام ☆

"আমর বেনে দিনার আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, নিজেদের পরিজনকে ছালাম কর। আর যদি গৃহে কেহ না থাকে, তবে বল আছ্ছালামো আলায়াবিয়ে অরহমাতুল্লাহে অবারাকতুহ, (মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন) কেননা নবি (ছাঃ) এর রুহ মুছলামনদিগের গৃহে উপস্থিত থাকে।"

এক্ষণে কাশ্‌ফের কথা বুঝুন,—

মেশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা,—

قالو يا رسول الله رأيناک تناولت شيأ في مقامک هذا ثم رأيناک تکعکعت فقال اني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلتم منه مابقيت الدنيا ورأيت النار فلم ار كاليوم منظرا قط افظع ورأيت اكثر اهلها النساء ☆

"ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা আমরা আপনাকে এই স্থানে কোন বস্তু লওয়ার সঙ্কল্প করিতে দেখিলাম, তৎপরে আপনাকে পশ্চাতে আসিতে দেখিলাম। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি বেহেশ্‌ত দেখিয়াছি, এইহেতু উহা হইতে একটী আঙ্গুরের গুচ্ছ লইতে ইচ্ছা করিলাম, যদি আমি উহা লইতাম, তবে তোমরা উহা দুনইয়ার স্থায়িত্ব কাল কতক ভক্ষণ করিতে পারিতে। আর দোজখ দেখিলাম, আর অদ্যকার ন্যায় কখন উহার সমধিক ভয়াবহ দৃশ্য দেখি নাই, উহার অধিকাংশ অধিবাসী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়াছি।"

এবনে জরির তাবারি বলিয়াছেন, সাত তবক আছমানের উপর বেহেশ্‌ত ও সাত তবক জমিনের নীচে দোজখ রহিয়াছে। হজরত এই দুনইয়াতে উভয়টি দেখিয়াছিলেন, এইরূপ নবি (ছাঃ) মে'রাজে গিয়া দোজখ দেখিয়া ছিলেন।

জারকানির ৬ খণ্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

و يشهد له رؤيته عليه الصلاة و السلام الجنة و النار فى عرض الحائط هو محتمل لان يكون عليه الصّلاة و السّلام رأهما من ذلك الموضع حقيقة بان كشف له عنهما او زيلت الحجب التى بينه و بينهما او مثل صورتهما فى عرض الحائط ☆

"ইহার প্রমাণ নবি (ছাঃ) বেহেশ্‌ত ও দোজখকে প্রাচীরের একদিকে দেখিয়াছিলেন, ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, নবি (ছাঃ) প্রকৃত পক্ষে সেই স্থান হইতে বেহেশ্‌ত দোজখ দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উভয়ের অবস্থা কাশফ হইয়াছিলএবং হজরত ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত পর্দ্দা (অন্তরাল) গুলি তিরোহিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রাচীরের একদিকে উভয়ের মেছালি ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছিল।

মেশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা,—

لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مَسرَاىَ فسألتنى عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربا ما كربت مثله فرفعه اللّٰه لى انظر اليه ما يسألونىّ عن شئ الا انبأتهم ☆

"হজ্জরত বলেন, সত্যই আমি নিজকে 'হেজ্‌রে' দেখিলাম

কোরাএশগণ আমার নিকট যে, মেরাজ গমন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমার নিকট বয়তল-মোকাদ্দছের কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত স্মরণে রাখিতে পারি নাই, ইহাতে আমি এরূপ দুঃখিত হইলাম যে, কখন তত্তুল্য দুঃখিত হই নাই। তখন আল্লাহ বায়তুল মোকাদ্দছকে আমার সন্নিকটে করিয়া দিলেন (মধ্যস্থ পর্দা অপসারিত করিয়া দিলেন,) আমি উহা দেখিতেছিলাম, তাহারা যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমি উহার সংবাদ দিতেছিলাম।"

এইরূপ মেশকাতের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ওমার (রাঃ) মদিনা শরিফের মছজিদে খোৎবা পাঠকালে (নাহাওয়ান্দ শহরের) যুদ্ধরত ছারিয়া সেনাপতির যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। মিলাদ শরিফের মজলিশের অবস্থা কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক দর্শন করিতে হজরতের স্থানান্তরে গমন করার আবশ্যক হয় না।

মাওলানা গাঙ্গুহি নিজে ১৩২৩ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন, তিনি যে কাজি শেহাবদ্দিন দওলতাবাদীর তোহফাজোল, কোজাত, মাওলানা ফজলুল্লাহ জৌনপুরী বাহজাতোল-ওশ্যাক ও কাজি নছিরদ্দিন গোজরাতির তরিকাতোছ-ছালাফ কেতাবের নাম নিজ ফাতাওয়াতে লিখিয়াছেন, এই লোকগুলি অতি আধুনিক লোক, এই কেতাবগুলি অপরিচিত ইহারা অছাবী, বদ মজহাবী হইতে পারে, ইহাদের কথা দলীল হইতে পারে না।

মাওয়ালানা তাজোল ইছলাম সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহীর একটি কথা বাদ দিয়াছেন, তিনি উহাতে লিখিয়াছেন,—

یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو عالم ارواح سے عالم

شہادت مین تشریف لائے اسکی تعظیم کو قیام ہے یہ محض حماقت ہے کیونکہ اس

وجہ مین قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریف کے ہونا چاہیے اب ہر روز کونسی

কোরাএশগণ আমার নিকট যে, মেরাজ গমন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমার নিকট বয়তল-মোকাদ্দছের কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত স্মরণে রাখিতে পারি নাই, ইহাতে আমি এরূপ দুঃখিত হইলাম যে, কখন তত্তুল্য দুঃখিত হই নাই। তখন আল্লাহ বায়তুল মোকাদ্দছকে আমার সন্নিকটে করিয়া দিলেন (মধ্যস্থ পর্দা অপসারিত করিয়া দিলেন,) আমি উহা দেখিতেছিলাম, তাহারা যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমি উহার সংবাদ দিতেছিলাম।"

এইরূপ মেশকাতের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ওমার (রাঃ) মদিনা শরিফের মছজিদে খোৎবা পাঠকালে (নাহাওয়ান্দ শহরের) যুদ্ধরত ছারিয়া সেনাপতির যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। মিলাদ শরিফের মজলিশের অবস্থা কাশ্‌ফ কর্তৃক দর্শন করিতে হজরতের স্থানান্তরে গমন করার আবশ্যক হয় না।

মাওলানা গাঙ্গুহি নিজে ১৩২৩ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন, তিনি যে কাজি শেহাবদ্দিন দওলতাবাদীর তোহফাতোল, কোজাত, মাওলানা ফজলুল্লাহ জৌনপুরী বাহজাতোল-ওশ্যাক ও কাজি নছিরদ্দিন গোজরাতির তরিকাতোছ-ছালাফ কেতাবের নাম নিজ ফাতাওয়াতে লিখিয়াছেন, এই লোকগুলি অতি আধুনিক লোক, এই কেতাবগুলি অপরিচিত ইহারা অহাবী, বদ মজহাবী হইতে পারে, ইহাদের কথা দলীল হইতে পারে না।

মাওয়ালানা তাজোল ইছলাম সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহীর একটি কথা বাদ দিয়াছেন, তিনি উহাতে লিখিয়াছেন,—

یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے اسکی تعظیم کو قیام ہے یہ محض حماقت ہے کیونکہ اس وجہ میں قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریف کے ہونا چاہئے اب ہر روز کونسی

ولادت مکرر ہوتی ہے یہ ہر روزہ اعادہ ولادت تو مثل ہنود کے ہے کہ سانگ کہنیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہین معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھیرا☆

কিম্বা এই কারণে যে, নবি (ছাঃ) এর পাক রুহ আলমে আরওয়াহ হইতে দুনইয়াতে শুভাগমন করিতেছেন, ইহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিতে হয়, ইহা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, কেননা এই কারণে কেয়াম করিতে হইলে হজরতের পয়দাএশের সময় হওয়া চাই, এক্ষণে প্রত্যেক দিবস কোন্ পয়দাএশ বারম্বার হইয়া থাকে, এই প্রত্যেক দিবস পয়দাএশ বারম্বর করা হিন্দুদিগের তুল্য, তাহারা প্রত্যেক বৎসর কৃষ্ণের পয়দাএশের সং করিয়া থাকে, মায়াজাল্লাহ, ইহা হজরতের পয়দাএশের সং স্থিরীকৃত হইল।''

আফতাবে ছাদাকাতের ৩২৩।৩২৪ পৃষ্ঠায় ও তহকিকোল-হকের ২৬।২৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ নবি (ছাঃ) এর অবজ্ঞাকারীর উপর কোফরের ফৎওয়া হওয়ার কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মাওলানা ছালামতুল্লাহ সাহেব এশবায়োল-কালামের ১১৪ পৃষ্ঠায়, মাওলানা আবদুল বারি সাহেব ফাতাওয়ায়-কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দীনের ১৬৪ পৃষ্ঠায় ও মাওলানা কারামত আলি সাহেব জখিরায়-কারামাতের ১।৮৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ অবস্থাতে ইমান নষ্ট হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

মাওলানা তাজোল-ইছলাম সাহেব মূল মিলাদ সম্বন্ধে মতভেদ না থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাহার পীর মুর্শেদের বিরুদ্ধ মত।

গাঙ্গুহী সাহেব ফাতওয়ায় রশিদিয়া ২।৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

عقد مجلس مولود اگرچہ اس مین کوئی امر غیر مشروع نہو مگر اہتمام وتداعی اس مین موجود ہے لہذا اس زمانہ مین درست نہین ☆

সপ্রমাণ করুন, নচেৎ আপনার কেবল দাবি প্রত্যেক স্থলে ফলোদয় নহে। আপনারা সকলে দেস্তার বন্দীর মজলিশের জন্য লোকদিগকে ডাকিয়া থাকেন, ইহা নিষিদ্ধ হইল না, কিন্তু নবি করিম (ছাঃ) এর শুভালোচনা (জেকরে-খায়ের) যাহা বরকত, ছওয়াব ও ইমান দৃঢ় হওয়ার হেতু, মুছলমানদিগকে একত্রিত হইয়া উহা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হইল? একটু আল্লাহকে ভয় করুন, এইরূপ নির্ভিক বচসাতে শরিয়তের দলীল ব্যতীত নিজের ভীত্তিহীন কেয়াছ বলে শরিয়ত সঙ্গত বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ভাল কথা নহে, ইহার পরিণাম মন্দ, অথচ বড় বড় আলেম মিলাদ শরিফের মহফেলকে ভাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবি 'মাছাবাতা-বিছছুন্নাহ' কেতাবে লিখিয়াছেন, সর্ব্বদা মুছলমানগণ হজরতের পয়দাএশের মাসে মহফিল করিয়া আসিতেছেন, ওলিমা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, উহার রাত্রে বিবিধ প্রকার ছাদকা করিয়া থাকেন, আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন সৎকার্য্য বেশী করিয়া থাকেন, মিলাদ পাঠের জন্য চেষ্টা চরিত্র, সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাদের উপর উহার বরকত ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার পরীক্ষিত খাছিএত এই যে, সেই বৎসর নিরাপদতা লাভ হইবে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ইহা আশু সুসংবাদ। আল্লাহতায়ালা উক্ত ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করুন যে, হজরতের পয়দাএশের মোবারক মাসের রাত্রিগুলিকে ঈদ করিয়া লয়, যে ব্যক্তির অন্তরে হিংসা ও অবাধ্যতা আছে, তাঁহার পক্ষে ইহা কঠিন অশান্তিদায়ক হইয়া থাকে।

ছিরাতে হালাবী ও মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়াতে আছে, সর্ব্বদা মুছলমানগণ সমস্ত অঞ্চলে ও বড় বড় শহরে হজরতের পয়দাএশের মাসে মাহফিল করিয়া থাকেন ও তাঁহার মিলাদ পাঠে চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকেন এবং উহার বরকতে তাহাদের উপর ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই রেওয়াএতগুলির খোলাছা এই যে, মুছলমানগণ সর্বদা মিলাদ

শরিফের মজলিশ করিয়া আসিতেছেন, সমস্ত বড় বড় শহরে ও দুনইয়ার সমস্ত অঞ্চলে এই নেক তরিকা জারি আছে, আর মিলাদ শরিফ পাঠে চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকেন। দেখুন, বড় বড় আলেম ও মোহাদ্দেছ দীনের বোজর্গগণ হইতে চেষ্টা চরিত্র করার কথা উল্লেখ করিতেছেন, আর মৌলবী রশিদ আহমদ চেষ্টা চরিত্র করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতেছেন।"

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, কেয়ামের কোন শরিয়ত সঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য দলীল নাই, ইহার প্রতিবাদে তাঁহার ভ্রাতা মাওলানা আবদুল বারি সাহেব 'ফাতাওয়ায়-কেয়ামোল-মিল্লাতে-অদ্দীন' এর ১।১০৩।১০৪ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন তাহা শুনুন,—

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব বলিয়াছেন, কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়ার কোন বিশ্বাসযোগ্য দলীল দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ফৎওয়া-সংগ্রহকারী বলিয়াছেন,—

علمائے کبار کے اختیار کئے ہوئے ایسے افعال موجب خیر و برکت
ہیں اور مصالح دقیقہ اور فوائد عدیدہ پر مشتمل ہیں جب تک کوئی دلیل قوی
اُن کی حرمت یا بدعت سیۂ ہونے پر قائم نہو اُنکو ترک کرنا نہ چاہئے کیونکہ
توارث علما خود ایک دلیل ہے فقیر کا اور بزرگ فقیر کا معمول یہ ہے کہ میلاد
کی محافل کرتے ہیں اور قیام بھی اس میں کیا جاتا ہے اور اسکو مستحسن تصور
کرتے ہیں کہ کوئی قبح شرعی معتد بہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں حرمت
یا سیۂ ہو ☆☆

"বড় বড় আলেমগণের মনোনীত এইরূপ কার্য্য-কলাপ কল্যাণ ও বরকতের কারণ হইয়া থাকে, ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মছলেহাত ও অনেক ফাএদা আছে। যতক্ষণ ইহার হারাম কিম্বা বেদয়াতে ছাইয়েয়া হওয়ার সবল দলীল প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ উহা ত্যাগ করা চাই না, কেননা আলেমগণের পুরুষ পরম্পরায় বিনা প্রতিবাদে করাই একটি দলীল। আমার ও আমার বোজর্গগণের নিয়ম এই যে, মিলাদের মহফিল করিয়া থাকে, কেয়াম করা হয়, উহাকে মোস্তাহাব ধারণা করি, কেননা উহাতে এমন বিশ্বাসযোগ্য শরিয়ত সঙ্গত কোন দোষ নাই যদ্দারা উহা হারাম কিম্বা বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইতে পারে।"

তৎপরে তিনি উহার ১৭০/১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত ইছলামি শহরে হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া দরুদ ও তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতা পড়িয়া থাকেন, ইহাও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে। শামায়েলে তেরমেজিতে আছে,—

"নবি (ছাঃ) ওমরাতোল-কাজাতে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কবি এবনো-রোওয়াহা কবিতা পড়িতে পড়িতে তাঁহার সম্মুখে চলিতে লাগিলেন, কবিতাটি এই,—

خلوا بنى الكفار عن سبيله

اليوم نضر بكم على تنزيله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله

ইহাতে (হজরত) ওমার বলিলেন যে, এবনো-রোওয়াহা তুমি নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাতে ও আল্লাহতায়ালার হেরমে কবিতা পড়িতেছ?

তদুত্তরে নবি (ছাঃ) বলিলেন, হে ওমার, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, নিশ্চয় উহা তীর নিক্ষেপ হইতে সমধিক তীক্ষ্ণ।

এমাম বোখারি ও তেরমেজি আএশা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) হাছছান বেনে ছাবেতের জন্য মছজিদে মিম্বর স্থাপন করিতেন। তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া হজরতের প্রশংসা করিতেন। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, হজরতের প্রশংসা সূচক কবিতা দাঁড়াইয়া পড়া হজরতের পছন্দনীয় বিষয়, কাজেই মিলাদের সময় উহা দাঁড়াইয়া পড়া মোস্তাহাব হইবে। আর ইহার উপর নেককার আলেমদিগের তাওয়ারোছ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব যে লিখিয়াছেন, নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণকে কেয়াম করিতে নিষেধ করিতেন এবং ছাহাবাগণ তাঁহার জন্য কেয়াম করিতেন না, ইহা যে সর্বতোভাবে সত্য নহে, তাহা মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবি মেশকাতের টীকা আশেয়া'তোল-লামায়াতের ৪।২৪—৩২ পৃষ্ঠাতে ও মাওলানা আবদুল বারি লাক্ষ্ণবি 'ফাতাওয়ায়'-কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দীন' এর ১৭৩—১৭৬ পৃষ্ঠাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

স্বয়ং মাওলানা আবদুল-হাই লাক্ষ্ণবি সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।৭৪—৭৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, আলেম দলের নেতা ও সৈয়দগণের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা জায়েজ হইবে।

বোখারি ও মোছলেম আবুছইদ খুদরির রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) ছা'দ বেনে মোয়াজের জন্য বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের জন্য সৈয়দের (নেতার) জন্য দাঁড়াইয়া যাও।

এমাম গাজ্জালি এহইওয়াওল-উলুমে লিখিয়াছেন, কোন আগন্তুকের আগমন কালে কেয়াম করা আরবদিগের রীতি ছিল না, বরং ছাহাবাগণ কতক সময়ে নবি (ছাঃ)এর জন্য দাঁড়াইতেন না, যেরূপ আনাছ রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্তু ব্যপক ভাবে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় নাই। যে

শহরগুলিতে অতিথির সম্মানের জন্য কেয়াম করার রীতি আছে, উহা আমরা দোষ ভাবি না, কেননা তাহার সম্মান ও অন্তরে আনন্দ প্রদান উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অবশ্য লোকের দাঁড়াইয়া যাওয়া ভাল জানা—এর এইরূপ আকাঙ্খা করা যে, লোকেরা আমার তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া যাউক, ইহা মকরুহ, কেননা আবু দাউদ ও তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, লোকেরা তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থীর করিয়া লয়। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট প্রকাশ্য অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ভালবাসে যে লোকেরা তাহার জন্য দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহার জন্য তাড়না করা ও কঠিন ভয় দেখান হইয়াছে। ইহাতে কেয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত করা হয় নাই এবং উহা মকরুহ হইবে না। কিনইয়া কেতাবে মোশকেলোল আছার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যের জন্য কেয়াম করা মকরুহ নহে, যাহার জন্য কেয়াম করা হইবে, তাহার কেয়াম ভালবাসা মকরুহ। আর যদি সে ব্যক্তি কেয়াম ভাল না বাসে এবং লোকেরা কেয়াম করে, তবে তাহাদের জন্য উহা মকরুহ হইবে না।

যদি কেহ সন্দেহ করে যে, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা আবু-ওমামা-বাহেলি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) যষ্টি ভর করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে আমরা তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিলাম তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, তোমরা এরূপ ভাবে দণ্ডায়মান হইও না যেরূপ 'আজমি' গণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের একে অন্যের সম্মান করিয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেয়ামে-তাজিমি নিষিদ্ধ। ইহার জওয়াব এই যে, এই হাদিছে প্রত্যেক প্রকার কেয়াম নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং উক্ত কেয়াম নিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহা আজমিরা করিয়া থাকে, তাহারা কেয়ামে তা'জিমিকে জরুরি বিষয় ধারণা করিত এবং উহা ভাল জানিত, হজরত

এইরূপ কেয়াম নিষেধ করিয়াছেন, প্রত্যেক কেয়াম নিষেধ করেন নাই, কেননা বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ আমাদের সঙ্গে বসিতেন, কথা বলিতেন, যখন তিনি দাঁড়াইতেন, আমরাও দাঁড়াইতাম, এমন কি আমরা তাঁহাকে কোন বিবির গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিতাম। যদি প্রত্যেক প্রকার কেয়ামে তা'জিমি নিষিদ্ধ হইত, তবে হজরতের দাঁড়াইবার সময় ছাহাবাগণ কেয়াম করিতেন না। আরও নবি (ছাঃ) হইতে কেয়াম প্রমাণিত হইয়াছে, আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি হজরত আএশার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ফাতেমা আগমন করিলে, হজরত (ছাঃ) তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া যাইতেন। মূল কথা, কেয়ামের আকাঙ্খা করিলে, কিম্বা উহা জরুরি বুঝিলে কিম্বা আজমিদের তা'জিমের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলে, উহা নিষিদ্ধ হইবে, কিন্তু কোন অতিথির তা'জিমের জন্য প্রত্যেক অবস্থাতে কেয়াম করা নিষিদ্ধ নহে ইহার নিষেধের জন্য কোন হাদিছ উত্তীর্ণ হয় নাই, বরং উহা জায়েজ হওয়া হাদিছ সমূহ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহা বিচক্ষণ আলেমগণের, ফকিহ ও মোহদ্দেছগণের মত।

মাওয়ালানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব' হোজ্জা তোল্লাহেল-বালেগা কেতাবের ২।১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و عندى انه لا اختلاف فيها في الحقيقة فان المعانى التى يدور عنيها الامر والنهى مختلفة فان العجم كان من امر هم ان تقوم الخدم بين يدى سادتهم والرعية بين يدى ملوكهم وهو من افراطهم فى التعظيم حتى كاد يتاخم الشرك فنهوا عنه والى هذا وقعت الاشارة فى قوله عليه

السلام كما يقوم الا عاجم و قوله عليه السلام من سره ان يتمثل يقال مثل بين يديه مثولا اذا انتصب قائما للخدمة آما اذا كان تبشيشا له و اهتزازا اليه و اكراما و تطيبا لقلبه من غير ان يتمثل بين يديه فلا بأس به فاذا ليس يتاخم الشرك☆

"আমার নিকট প্রকৃত পক্ষে এইরূপ হাদিছ গুলিতে কোন বৈষ্যম ভাব নাই, কেননা যে হেতুবাদগুলির উপর আদেশ নিষেধ নির্ভর করিতেছে উহা ভিন্ন ভিন্ন, কেননা আজমিদের নিয়ম এই ছিল যে, খাদেমেরা তাহাদের প্রভুর সম্মুখে ও প্রজারা তাহাদের বাদশার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া থাকিত, ইহা তা'জিমের অতি বাড়াবাড়ি করা, ইহা শেরকের নিকট। এইহেতু উহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজরতের নিম্নোক্ত কথায় ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যথা—"যেরূপ আজমিরা দাঁড়াইয়া থাকে।" "যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, (লোকে) দাঁড়াইয়া থাকে।"।

مثل بين يديه مثولا বলা হয়, ইহার অর্থ, কেহ খেদমতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সন্তুষ্ট, আনন্দিত, সম্মান করা হেতু ও তাহার হৃদয়কে প্রফুল্ল করা উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া না থাকে, তবে কোন দোষ নাই, কেননা ইহা শেরেকের নিকট হয় না। মাওলানা লাক্ষ্ণৌবি উহার ২।৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মোল্লা আলি কারি মেশকাতের শরাতে লিখিয়াছেন, মোস্তাহাব কার্য্যের উপর হঠকারিতা করিলে, উহার ত্যাগকারিকে তিরস্কার করিলে তাহার দুর্ণাম করিলে এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করিলে, মকরূহ হইবে, কিন্তু এতগুলি কথা মেরকাতে নাই, ইহা জাল কথা।

আর কেয়াম ত্যাগকারিকে তিরস্কার করিলে, যে এছরার করা হয় না, ইহা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। আরও তিনি উহার ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছুন্নত ও বেদয়াত লইয়া মতভেদ হইলে, উহা ত্যাগ করা ভাল।

ইহার উত্তর এই যে, যদি উভয় মত তুল্য হয়, তবে এই ব্যবস্থা হইবে, আর এস্থলে মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি এজমা ও তাওয়ারোছ হইয়াছে। বেদয়াত হওয়া একেবারে জইফ মত, কাজেই উক্ত ব্যবস্থা খাটিবে না।

মাওলানা গাঙ্গুহি ফাতাওয়ার ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মোজাদ্দেদে আলফে ছানি সাহেব মকতুবাতে মিলাদ শরিফ নাজায়েজ বলিয়াছেন।

ইহার উত্তর।

তিনি মকতুবাতের ১।৩৫৪ পৃষ্ঠাতে (২৭৩ মকতুবে) লিখিয়াছেন,—

যদি পীর ছাহেব এই সময়ে দুনইয়াতে জীবিত থাকিতেন আর এই মজলিশে ও সভা হইত, তবে তিনি কি এই কার্যে রাজি হইতেন কিনা এবং এই সভা পছন্দ করিতেন কিনা? আমার বিশ্বাস, তিনি তখন এই বিষয় জায়েজ রাখিতেন না, বরং এনকার করিতেন।

মাওলানা রিয়াছত আলি খাঁ সাহেব 'জামেয়োল-ফাতাওয়া'র ২।৬৮ পৃষ্ঠায় উহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره اپنے مکتوبات میں
ممانعت اجتماع کی فرماتے ہیں تو وہ خاص طور پر اجتماع کی کہ جس میں
خلاف شرع امور متحقق ہوں منع فرماتے ہیں چنانچہ لفظ این مجلس واجتماع
دال قوی اس مدعا پر ہے.... نہ کل مولود شریف خوانی حاشا وکلا وہ مولود شریف

کہ جس مین خلاف شرع کوئی امر نہ ہو وہ ہرگز کوئی منع نہین کرسکتا سوای فرقہ ضالہ وہابیہ کے۔ دوسرے یہ کہ جواز قرأة مولود شریف مین خود مجدد الف ثانی قدس سرہ تحریر فرماتے ہین دیگر در باب مولود خوانی اندراج یافتہ بود در نفس قرآن خواندن بصورت حسن در قصائد نعت ومنقبت خواندن چہ مضائقہ است ممنوع تحریف وتغییر حروف قرآن است والتزام رعایت مقامات نغمہ وترديد صوت بآن بطریق الحان با تصفیق مناسب آن کہ در شعر نیز غیر مباح ست اگر برنہجے خوانند کہ تحریفے در کلمات قرآنی واقع نشود ودر قصائد خواندن شرائط مذکورہ متحقق نگردد وآنرا ہم بغرض صحیح تجویز نمایند چہ مانع است مکتوب ہفتاد ودویم جلد ثالث ☆

"হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব মকতুবাত শরিফে এই সমবেত হওয়া নিষেধ করিতেছেন, উহা বিশিষ্ট ভাবের সমবেত হওয়া যাহার মধ্যে শরিয়তের খেলাফ কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিষেধ করিতেছেন, যেরূপ "এই মজলিশ ও এই সমবেত হওয়া শব্দদ্বয় এই দাবির প্রবল দলীল। তিনি প্রত্যেক প্রকার মিলাদ খানি নিষেধ করেন না, কখনই না কদাচ না। যে মিলাদে শরিয়তের কোন খেলাফ কার্য্য না থাকে, উহা গোমরাহ, অহাবি ফেরকা ব্যতীত নিষেধ করিতে পারে না। দ্বিতীয় তিনি নিজে মিলাদ শরিফ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ৭২ মকতুবে (১১৬ পৃষ্ঠায়) বলিতেছেন, 'ইহা মিলাদ পাঠ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, মিষ্টস্বরে কেবল কোরআন পাঠ ও প্রশংসা সূচক কবিতা পড়াতে কি দোষ আছে।

কোরআন শরিফের অক্ষরগুলি পরিবর্তন ও তহরিক করা, সঙ্গীতের রাগরাগিনীর নিয়ম পালন করা লাজেম করিয়া লওয়া, রাগ-রাগিনী ভাবে উহার আওয়াজ ঘুরান মোয়াফেক (অনুকুল) ভাবে হাতে তালি দেওয়া নিষিদ্ধ, ইহা কবিতাতেও নাজায়েজ। যদি এরূপ ভাবে (মিলাদ) পাঠ করে যে, উহাতে কোরআন শরিফের শব্দগুলি পরিবর্ত্তন না হয় এবং কবিতা পাঠে উল্লিখিত শর্ত্তগুলি পাওয়া না যায় এবং তাহারা জায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দেন, তবেকি নিষেধ হইবে?

শেষ মন্তব্য

মাওলানা তাজোল ইছলাম সাহেব মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের বারাহিনে-কাতেয়া দলীল স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা শুনুন।

মাওলানা 'আবদুছ-ছমি' ছাহেব 'আনওয়ারে-ছা'তেয়া' কেতাবের ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے بھلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے☆

"মালাকোল মাওত প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত থাকেন, আচ্ছা আজরাইল ত একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, দেখ, শয়তান প্রত্যেক স্থানে মওজুদ আছে। আল্লামা শামী লিখিয়াছেন, শয়তান সমস্ত আদম সন্তানের সঙ্গে থাকে।"

ইহার উত্তরে মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব বারাহিনে কাতেয়ার ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।—

شیطان وملک الموت کو یہ وسعت علم کی نص سے ثابت ہوئی فخر عالم صلعم کی وسعت علم کی کونسی نص قاطع ہے ☆

"শয়তান ও আজরাইলের এই বিস্তৃত এলম কোরআন হাদিছ হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে, নবি (ছাঃ) এর এলমের বিস্তৃতির সম্বন্ধে অকাট্য দলীল কোথায়?"

ইহাতে তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর এলম অপেক্ষা শয়তানের এলম অধিকতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, প্রিয় পাঠক, হজরতের এলমের অবস্থা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ইনি এইরূপ কথা বলিলেন। গাঙ্গুহী মাওলানা সাহেব কেয়াম করা কৃষ্ণের 'সং' বলিলেন। থানাবী মাওলানা সাহেব উন্মাদ, বালক ও চতুষ্পদ পশুর এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের কেতাবের সমস্ত কথা কি মুছলমানগণ মানিতে পারেন? কখনই না।

বিনীত—

ফএজর রহমান

মোহম্মাদপুর, পোঃ কল্যানদী, নওয়াখালী।